ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

বার্ষিক পত্রিকা

বর্ষ ঃ অষ্টম

স্মৃতি

২০১৩-২০১৪

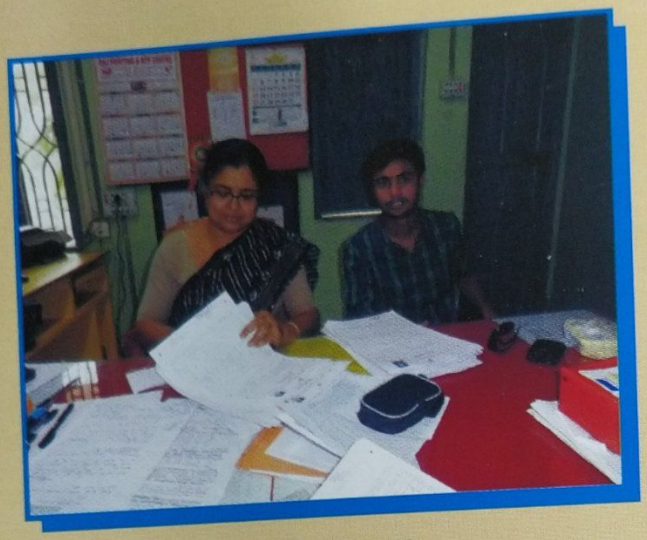

T.I.C. & G.S.

President of G.B.

T.I.C. & Port Folio
Holder of Student Union

Members of Student Union
and Teachers in T.I.C. Chamber

G.S. in Library

Non Teaching Staff

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় বার্ষিক পত্রিকা

বর্ষ - অষ্টম

Bhangar Mahavidyalaya
Annual College Magazine

সৃষ্টি
SRISTI

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়
ভাঙ্গড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

সৃষ্টি

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় বার্ষিক পত্রিকা

বর্ষ - অষ্টম

SRISTI

Bhangar Mahavidyalaya
Annual College Magazine

প্রকাশ ঃ ২০১৪

সভাপতি	ঃ	অধ্যাপিকা নন্দা ঘোষ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা, ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়
সম্পাদক মন্ডলী	ঃ	অধ্যাপিকা মধুমিতা মজুমদার ডঃ সংযুক্তা চক্রবর্ত্তী ডঃ নিরুপম আচার্য অধ্যাপক অজয় মাঝি অধ্যাপক আশীষ বিশ্বাস অধ্যাপিকা শর্মিষ্ঠা সাধু ডঃ পূর্বাশা ব্যানার্জী
প্রছন্দ পরিকল্পনা	ঃ	সম্পাদক মন্ডলী
প্রকাশক	ঃ	ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় ভাঙ্গড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।
মুদ্রক	ঃ	রাজ প্রিন্টিং এন্ড ডি.টি.পি সেন্টার ভাঙ্গড়, দঃ ২৪ পরগণা। ৯৭৩২৬৬২০৫৪

ঃ সূচীপত্র ঃ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
The Desk of Teacher-in -Charge	Nanda Ghosh	৫
পরিচালন সমিতির সভাপতির কলম	আরাবুল ইসলাম	৬
সৃষ্টি-ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়	মোঃ কুদ্দুস আলি	৭
সাধারণ সম্পাদকের কিছু কথা	হাকিমুল ইসলাম	৮
পত্রিকা সম্পাদিকার কলমে	আমিনা খাতুন	৯
সহঃ পত্রিকা সম্পাদকের কলমে ও	মিজানুর রহমান	
ছাত্র কল্যাণ সম্পাদকের কলমে	শুভম বিশ্বাস	১০
ক্রিড়া সম্পাদকের কলমে ও	মিরাজুল ইসলাম	
সাংস্কৃতিক সম্পাদকের কলমে	ফিরোজ সরদার	১১
''কিছু কথা''	আবু জাফর	১২
প্রবন্ধ		
আলো আঁধার	রাকিবুল ইসলাম	১৪-১৬
শেষ উত্তরের খোঁজে	তনুজা নাসরিন	১৭-১৯
''ব'' -এর জনপ্রিয়তা	জামালউদ্দিন আহমেদ	১৯
ক্ষমা কোরো মোরে	আতাউল	২০
তুমি এমন !	মহম্মদ খালিদ হোসেন	২১-২৩
হাতিশালার ঝড় !	রাজা	২৪
অভিমানী	সাবানা পারভীন	২৫-২৬
মূল্যবান রক্ত	আতাউল	২৭
কবিতা		
জন্মভূমির প্রতি, আমার গ্রাম, পাখি	মুকুল আলি মোল্যা, জামালউদ্দিন আহমেদ, মনিরা	২৯
ভূমিকম্প	সাবানা পারভীন	৩০
প্রিয় কবি শরৎচন্দ্র	মধুমিতা প্রামানিক	
একদিন চলে যাব আমি বহু দূরে	মোঃ মহাসীন মোল্যা	৩১
ভিক্ষু হিতের তর্ক, জীবন, বই	মতিউর রহমান মোল্যা, সোনামনি মন্ডল মারুফা খাতুন	৩২
কবিতা ও আমি, নতুন বছর,	মারুফ উদ্দিন মোল্লা, মোঃ মহাসীন মোল্যা	
পার্থক্য	মারুফা খাতুন	৩৩
প্রজাপতি, পৃথিবী	মধুমিতা প্রামানিক, সেকেন্দার আলি মল্লিক	৩৪

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের মহাবিদ্যালয়,	লাল্টু ঘোষ	
.মোঃ মহাসীন মোল্যা		৩৫
গোলাপের কাঁটা	মহম্মদ খালিদ হোসেন	৩৬-৩৭
দূর্গা পূজা, বন্ধু	কৃষ্ণা মণ্ডল, মোঃ নিজাম আলি	৩৮
শিক্ষা	পিন্টু দাস	৩৯
হে খোদা	মহম্মদ খালিদ হোসেন	৪০
দেশের নেতা, উপমা, আয়লা	মহঃ মহাসীন মোল্যা, তাহামিনা খাতুন	
	নুর আকসানা খাতুন	৪১
প্রকৃতির রূপ	পিন্টু দাস	৪২
জীবন কুঁড়ি, স্বাধীন,	জাহিরা নাসরিন, সেখ আবুবক্কর সিদ্দিক	
আলোকের পিপাসা	অপু মাখাল	৪৩
মা, কাজী নজরুল ইসলাম	মোঃ হাসানুর মোল্যা (নুর), মারুপ আলি মোল্যা	৪৪
কৃষকের প্রতি	সুমিত দেবনাথ	৪৫
''প্রকৃতির উপহার''	আব্দুর রহমান	৪৬
একটি গাঁয়ের মানুষ, N.S.S	আক্তারুল আলম মোল্যা, ফরিদা খাতুন	৪৭
সিদ্ধার্থের মা	মুকুল আলি মোল্যা	৪৮
বিবেকের আর্তনাদ	অপু মাখাল	৪৯
রবীন্দ্রনাথের প্রতি, সৃষ্টি	তাহামিনা খাতুন, শিবশঙ্কর দত্ত	৫০
হ য ব র ল, প্রকৃতি	অপু মাখাল, রূপসোনা খাতুন	৫১-৫২
ভারতবর্ষ, নদী, তোমার স্মৃতি	শিবশঙ্কর দত্ত, সোনামনি মন্ডল, লাল্টু মন্ডল	৫৩
ভালোবাসি ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালযকে	তন্ময় মন্ডল	৫৪
আর এসো না ফিরো	শ্যামল কুমার ঘোষ	
ঘাস-পাতা, রূপসী মানুষ	সেলিম মোল্যা, আলামিন মোল্যা	৫৫
করুন আর্তি	অপু মাখাল	৫৬
দিগন্ত রেখা, জীবন	মৌমিতা কর্মকার, মিজানুর রহমান	৫৭
বাংলার বীর, রাত্রির আহ্বান	মোসাঃ ফরিদা খাতুন, অপু মাখাল	৫৮
সুখ দুঃখ, সভ্যতা	পূজা নস্কর, সন্তু মন্ডল	৫৯-৬০
বঞ্চিত, জীবন জয়	মোঃ সাহাবুদ্দিন মোল্যা, পূজা নস্কর	৬১-৬২
ভাগ্যের পরিহাস	দীপিকা চৌধুরী	৬৩
ভালোবাসা, কবর-আমিরের জন্য	সাবিনা খাতুন, নাসিব উদ্দিন মোল্লা	৬৪

The Desk of Teacher-in-Charge

It gives me immense pleasure to be writing the foreword of the college Annual Magazine 'Shristi' that has with each year taken a more steady and sure step.

The magazine is not a mere showcase of budding poets /essayists / short story writings amongst our students, it is also a literary / cultural forum from where we celebrate all emcompassing minds. We strongly believe an educational institution is the foundation of good nation building - we do not just churn out graduates but are equally desirious of developing good, conscious and motivating students.

I thank everyone for making 'Shristi' a success and possible.

Nanda Ghosh.
Bhangar Mahavidyalaya

পরিচালন সমিতির সভাপতির কলমে

২০১৩-২০১৪ সালের বার্ষিক পত্রিকা 'সাহিত্য দর্পণ' প্রকাশিত হতে চলেছে জেনে আনন্দিত হলাম। যদিও প্রত্যেক বছর এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় তা সত্ত্বেও নববর্ষ কিংবা বর্ষ শেষের মতো এই আনন্দ নব নব রূপে আসে। তাই কবির ভাষায় বলি- 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে'। নতুন গন্ধে, নতুন বর্ণে তুমি এসে রাঙিয়ে দিয়ে যাও। এই কাজের মূল কারিগর হলো ছাত্র-ছাত্রীরা। আমরা চাই তারা এগিয়ে যাক, দেশ ও দশের নাম উজ্জ্বল করুক।

এই পত্রিকায় যারা লিখবে তারা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারাই পথ দেখাবে। সে পথে চলবে পরবর্তী প্রজন্ম। বহু কষ্ট করে এলাকার মানুষের সাহায্য নিয়ে এই মহাবিদ্যালয় গড়ার ইতিহাস সার্থক হয়ে উঠুক।

পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের সবাইকে শুভেচ্ছা। এই আনন্দ যজ্ঞে সবার আমন্ত্রণ।

শ্রী আরাবুল ইসলাম
সভাপতি, পরিচালন সমিতি
ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

'সৃষ্টি' ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

মোঃ কুদ্দুস আলি

Head Clerk, Bhangar Mahavidyalaya

প্রকাশিত হতে চলেছে ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের ২০১৩ - ১৪ এর 'অষ্টম' বার্ষিক পত্রিকা 'সৃষ্টি'। ভাঙ্গড় কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতি বছর এই কাজ করে থাকে। এই পত্রিকার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সৃজনী ক্ষমতার পরিচয় ঘটাতে পারে। আমি সমস্ত নবীন লেখক - লেখিকার ও পাঠক - পাঠিকাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

আজও 'সৃষ্টি' বলতে পারে না সে সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত। তবে এটুকু বলতে পারে সে—

'বন্ধু তোমাদের পাশে আছি'

সাধারণ সম্পাদকের কিছু কথা.....

'সাহিত্য দর্পণ' আবার প্রকাশিত হতে চলেছে। বিগত বছর গুলোর মতো এবারও নব কলেবরে তার আত্মপ্রকাশ ঘটবে। সাহিত্য সমাজের দর্পণ। তাই এই বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকায় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মনের কোমল ভাবগুলির বিকাশ ঘটবে। শুধু পঠন-পাঠন নয়, তার বাইরে গিয়ে কীভাবে দেশকে তারা দেখছে। সমাজকে দেখছে, সেই ভূগোলের ছবি ফুটে উঠবে তাদের লেখা গল্পে, গানে কবিতায়। এরাই তো আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যতের স্বপ্ন এরাই তো দেখাবে। তাই —

'স্বপ্ন - স্বপ্ন - স্বপ্ন দেখে মন।'

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার নবীন কলেজ গুলোর অন্যতম আমাদের ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়। এই মহাবিদ্যালয় নবীন হলেও কর্মকান্ডে ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যায় আমরা এখন প্রবীনের সমতুল। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ও সামাজিক দায়বদ্ধতায় আমরা এগিয়ে। প্রতি বছর নতুন নতুন ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীরা শতফুলে বিকশিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। আমাদের গৌরব তারা।

'সাহিত্য দর্পণ' এমন একটা Platform যেখানে দাঁড়িয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম কথা বলে ওঠে, প্রথম গান গেয়ে ওঠে। সেই কলতানে মুখরিত হয় আকাশ-বাতাস।

এই পত্রিকার প্রকাশ মুহূর্তে কলেজের সকল অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী বন্ধু, ছাত্র সংসদের সদস্য বৃন্দকে, কলেজের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীকে শুভেচ্ছা জানাই। সবাই ভালো থাকুন।

হাকিমুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক (ছাত্র সংসদ)
ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

পত্রিকা সম্পাদিকার কলমে—

দীর্ঘ চরাই উত্তরাই এর পথ পেরিয়ে সবুজের অভিযানে নেমেছে ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ। তাদের উদ্যোগে প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরও প্রকাশিত হতে চলেছে বাৎসরিক পত্রিকা 'সৃষ্টি'। এই আনন্দ ঘন মুহূর্তে আমি ধন্যবাদ জানাই মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষক শিক্ষিকা মন্ডলীকে। যাদের সহযোগিতা ছাড়া আমরা এই কাজটা সম্পন্ন করতে পারতাম না। ধন্যবাদ জানাই ছাত্র সংসদের সভ্যদের। অভিনন্দন জানাই সেই সকল ছাত্র-ছাত্রীদের যাদের সৃষ্টির বিকাশ সম্পন্ন করেছে 'সৃষ্টি' কে। সৃষ্টি পত্রিকার সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।

আমিনা খাতুন
পত্রিকা সম্পাদিকা
ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

সহঃ পত্রিকা সম্পাদকের কলমে—

বসন্ত মানে সৃষ্টির আনন্দ, বিকশিত হওয়ার পালা, নতুন করে জেগে ওঠার পালা। ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের ''সৃষ্টি'' পত্রিকা প্রকাশিত হতে চলেছে নতুন নতুন প্রতিভার কিশলয় বিকশিত করতে। চলন্ত সময়ের নানা ঘাতপ্রতিঘাত পেরিয়ে ''সৃষ্টি'' চলেছে সবুজের অভিযানে। এই অভিযানে তার সঙ্গে রয়েছেন আপনারা সকলে। আপনাদের ঐকান্তিক প্রয়াস ছাড়া ''সৃষ্টি'' পথ চলা সম্ভব ছিল না। ''সৃষ্টি''র সঙ্গে থাকুন, কথা দিচ্ছি সৃষ্টি আপনাদের নতুন নতুন সৃষ্টি সম্ভার উপহার দেবে। শুভেচ্ছা রইল ''সৃষ্টি''কে সমৃদ্ধকারী লেখক, লেখিকা কে। সৃষ্টির সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি ও দোয়া প্রার্থনা করি।

—মিজানুর রহমান

ছাত্র কল্যাণ সম্পাদকের কলমে—

নব দৃষ্টির আলোকে মেতে উঠতে চলেছে ''সৃষ্টি'' আনন্দে মাতুক সৃষ্টির অনুরাগীরা সৃষ্টির উল্লাসে। যাওয়া শীতের বাতাসে আর আগত বসন্তের একরাশ শুভেচ্ছা রইল লেখক, লেখিকা ও পাঠক বর্গের প্রতি।

—শুভম বিশ্বাস

ক্রীড়া সম্পাদকের কলমে—

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের 'সৃষ্টি' সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হতে চলেছে জেনে আনন্দিত হলাম। আশা করি 'সৃষ্টি' পত্রিকা আমাদের কলেজের সাহিত্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিয়ে আসবে নব সৃষ্টির বার্তা। এই বার্তা ছড়িয়ে পড়ুক দেশের কোণে কোণে, সৃষ্টি হোক আরো নতুন সাহিত্য প্রতিভার। এই পত্রিকার সার্বাঙ্গীন কুশল ও বিকাশ কামনা করি।

মিরাজুল ইসলাম

সাংস্কৃতিক সম্পাদকের কলমে—

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের ''সৃষ্টি পত্রিকা প্রকাশিত হতে চলেছে জেনে আনন্দিত হলাম। 'সৃষ্টি' ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ের সৃষ্টি সম্ভারকে আরো সমৃদ্ধ করবে আশা রাখি। সৃষ্টির বার্তা ছড়িয়ে পড়ুক বসন্তের আকাশে বাতাসে। 'সৃষ্টি' নিয়ে আসুক নতুন সবুজ জোয়ার জাগিয়ে তুলুক আধমরাদের। সৃষ্টি সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। ''সৃষ্টি'' আরো সুন্দর ও সমৃদ্ধ হোক।

—ফিরোজ সরদার

"কিছু কথা"

'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত নবীনতম কলেজ গুলির মধ্যে অগ্রগামী একটি কলেজ। কলেজে পঠন পাঠন হয় স্কুলের গন্ডী অতিক্রম করে এখানে স্নাতক ও সাম্মানিক স্তরের পড়াশুনা করতে ছেলেমেয়েরা আসে। রেখে যায় তাদের কিছু উজ্জ্বল উপস্থিতি ও কিছু স্মৃতি। যে স্মৃতি সততঃ সুখের।

এই স্মৃতির স্মরণি বেয়ে মনে পড়ছে কিছু কথা। আমি ২০০৮ সালে যখন ভর্তি হই তখন দেখি গ্রামের মাঝখানে উঁচু রাস্তার পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটি কলেজ যা-কিনা উন্নত শিখা ও বেশ কিছু গঠন নিয়ে। সামনে দুটি সুদৃশ্য বাগান, সেই বাগানে প্রচুর রং বাহারী ফুল ফুটে আছে, গেট থেকে ভিতরে বাঁদিকে এগোলেই অফিস, অফিসের গেটের সমস্ত কলেজের ছেলে মেয়েদের কোমল মনের বিকাশ ঘটবে সেখানে ; এই উদ্দেশ্যে ছাত্র সংসদ প্রকাশ করেছে। ডান দিকে আছে স্টাফ রুম। স্টাফ রুমের দেওয়াল গুলিতে টাঙ্গানো আছে বিভিন্ন নোটিশ বোর্ড এবং কলেজের বিভিন্ন নিয়মাবলী। আর সামনের বিল্ডিং-এ কলেজের সুন্দর ক্যান্টিন আছে। আর ঠিক ক্যান্টিন এর উপরে ছাত্র সংসদের অফিস। আমি মনের জোর ও বুকের সাহস নিয়ে তাদের কাছে এগিয়ে গেলাম, এগিয়ে গেলাম সংসদের কাজে। দাদাদের সাথে আলাপ করে দ্রুত জানতে পারলাম তাঁরা শিক্ষার জন্য ও সমাজের জন্য কি কি কাজ করে।

মনে হলো এ-এক নতুন দুনিয়া, নতুন জগৎ, এখানে চরিত্র গঠন, মানব মন পঠন পাঠন-পাঠন অর্থাৎ প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার অন্যতম সুযোগ আছে। এখানে শ্রেণী কক্ষে পড়াশুনা ও তার বাইরে পদক্ষেপ 'সৃষ্টি' সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নবীন বরণ, সেমিনার বিভাগীয় নানা অনুষ্ঠান এর সুযোগ, শিক্ষক ও শিক্ষিকারা ভীষণ ভাবে আন্তরিক। নিজের দক্ষতা প্রকাশ করলাম। দায়িত্ব পেলাম সাংস্কৃতিক, সম্পাদকের সাংস্কৃতিক কর্ম কান্ডে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। দায়িত্ব নিলাম নবীন বরণ উৎসবে। সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করলাম। মনে হল আমি যেন এক মহাসমুদ্রে মিশলাম। মনে হল- স্বার্থপরতা নয় পরার্থপরতাই জীবন। ক্ষুদ্রতা মানে আত্মপরতা-এ বাঁচার কোনো মূল্য নেই। পরে পরে যুক্ত হলাম 'সৃষ্টি' পত্রিকার প্রকাশের কাজে। লেখা সংগ্রহ থেকে পত্রিকা প্রকাশ এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। এই কর্ম যজ্ঞের আমি এবং আমাদের ছাত্র সংসদ অন্যতম অংশীদার। গল্প, কবিতা প্রবন্ধ সংগ্রহ ছবি তোলা, প্রুফ সংশোধন সব কাজে আমি এগিয়ে কলেজেই আমার জীবন কলেজই আমার বাড়ি হয়ে উঠল।

বলতে বলতে বহু বছর গড়িয়ে গেল। আবার ' সৃষ্টি' প্রকাশিত হবার সময় এসে গেছে এখানে আমি ছাত্র সংসদের এক অন্যতম সৈনিক। ভাঙ্গড় কলেজ আমার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে আছে। যে অধ্যায় সারা জীবনে ভুলবার না। শেষে বলতে চাই ভাঙ্গড় কলেজ আমরা তোমার ভুলছি না ভুলবো না। সবাইকে জানাই জাতায়তাবাদী অভিনন্দন।

আবু জাফর

ছাত্র সংসদ- ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়

প্রবন্ধ

আলো আঁধার

রাকিবুল ইসলাম
বি.এ (অনার্স) রোল- ১৬৭

তখন ক্লাশ ইলেভেন সবেমাত্র ভর্তি হয়েছি। কিছুদিন হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দিয়ে চলছিলাম, জানিনা হয়তো দুদিকে দুটি ডানা গজিয়েছিলো। ইংরেজিতে বরাবরই আমি ভালো। দেবু ছিলো আমার গ্রামের বন্ধু। আমরা সোনারপুরের কাছের গ্রাম কালিকাপুরে থাকি। নিবারন স্যার খুব ভালো ইংরেজি পড়াতেন। স্যারের বাড়িতে আমরা পড়তে যেতাম সপ্তাহে দুদিন সোমবার ও বুধবার। স্যারের ওখানে আমরা ছেলেরা ছিলাম সংখ্যালঘু কারণ মেয়েরা ছিলো আমাদের অনেক বেশি। ওখানে একটা মেয়ে পড়তে আসত নাম রিয়া, পড়াশোনায় ভালো, সুশ্রী। প্রথম প্রথম রিয়ার সাথে কথা বলার সাহস হয়ে ওঠেনি শুধু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, রিয়াও আড়চোখে তাকিয়ে থাকতো। মাঝে মাঝে দুজনের চোখে চোখ পড়তে একসাথে চোখ নামিয়ে নিতাম, আবার কোন অজ্ঞাত কারণে দুজনে একই সঙ্গে দুজনের দিকে তাকাতাম। বেশ কয়েকদিন যেতেই ওর সাথে কথা হল, দিন দিন ও আমার একটা ভালো বন্ধু হয়ে একটু সাধারণ ছিলাম। সে মাসের পনেরো দিন পার করার পর দেবুর সাথে গিয়েছিলাম নিবারন স্যারের কাছে ইংরেজি টিউশন নিতে। একদিন স্যার বাড়িতে না থাকায় পড়া থেকে নিষ্কৃতি পেলাম কিন্তু আমার মন আমাকে নিষ্কৃতি দেয়নি। সেদিন ছিল বুধবার সকাল থেকে আকাশে মেঘের আনাগোনা সেই সঙ্গে গুরু গুরু শব্দে চারিদিকে একটা গুমট পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। আমি রিয়াকে আমার অবস্থা খুলে বললাম, সে সময় রিয়া চুপ করে ছিল ওর চোখে মুখে চিন্তার লেশ, দেখলাম ওর চোখ দিয়ে হাল্কা অশ্রু বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমি রিয়াকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম যে আমি তোমাকে জোর করে ভালোবাসতে চাইছি না তুমি নিজে ভাবো, সেদিন আর কোনো কথা হয়নি। এরপর দুসপ্তাহ আমার সাথে রিয়া কথা বলেনি। সময়েরর সাথে সাথে সম্পর্কটা মেনে নিয়েছিলো। হয়ত বা মানেনি কিন্তু কোনদিন আমাকে বুঝতে দেয়নি যে সে আমাকে ভালোবাসে না। ও হ্যাঁ বলতে ভুলে গেছি যে রিয়া ছিলো হিন্দু পরিবারের রিয়া দাস আর আমি সামির ইকবাল মুসলীম পরিবারের। ধর্ম নিয়ে আমার কোনো সমস্যা ছিলো না। কিন্তু অপরপক্ষে ওটাই ছিলো আমার আর রিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা। এইভাবে এক পা দু পা করে চলছিলো আমাদের সমাজ মেনে না নেওয়া সম্পর্ক। সেই সময় পুজোর ছুটি পড়লে মন খারাপ হয়ে যেত রিয়ার সাথে দেখা না হওয়ার জন্য।

আলো-আঁধার এর মধ্যে দিয়ে প্রায় দু বছর কেটে গেল। উচ্চ মাধ্যমি ক রিয়া ভালো রেজাল্ট করলো, বেশ কিছু বিষয়ে আমার থেকে বেশি নম্বর পেয়েছিল। এই সময় রিয়া কোনো খবর আমাকে দেইনি যে, সে কোন কলেজে ভর্তি হবে, কোন বিষয়ে অনার্স নেবে। হয়ত আমি যেচে খবর নিতে পারিনি। আমি তিন চারটে কলেজে ফর্ম তোলার পর ভর্তি হলাম বঙ্গবাসি কলেজে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে। বেশ কিছুদিন পর খবর পেলাম রিয়া বাংলাতে অনার্স নিয়ে গড়িয়াতে ভর্তি হয়েছে। জানি না রিয়া হয়তো অপেক্ষা করছিলো উচ্চমাধ্যমিকের যার পরে বদ্ধ সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে যাওয়া যাবে, হয়ত ভেবেছিল যে গ্রাম-বাংলায় ভিন্ন ধর্মের প্রণয় সম্পর্ক মানুষ সহজে মেনে নেবে না, নাকি অনিশ্চিত ভবিষ্যত এর কথা চিন্তা করে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল? বেশ কয়েক বছর রিয়াকে দেখিনি, কোনো খবর পাইনি। মাঝে শুনেছিলাম গড়িয়া মামার বাড়ি থাকে আর ওখানে থেকেই কলেজ করে, কিন্তু কোনদিন ওকে দেখিনি।

মাওলানা আজাদ কলেজে সে বছর আমি এম.এ প্রথমবর্ষে পড়ছি, একদিন খবর পেলাম বিয়ে হয়ে গেছে মামার বাড়ি থেকেই, ওর স্বামী বেঙ্গল পুলিশে চাকরি করে। আমি কোনদিও ভাবতে পারিনি যে রিয়া এমনটি করতে পারে, যে রিয়া আমাকে দেখে মাথায় উড়নি দিত, যাকে আমি আমার যোগ্য হিসাবে মেনেছিলাম সে এমনটি করতে পারে না। স্কুল বেলার বন্ধুরা বলত সামির তুই ওকে ভুলে যা, যখন ও তোকে ভুলে গিয়ে ঘর-সংসার করছে।

তখন আমি এম.এ দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছি। বিকেল বেলায় সোনারপুরে ট্রেন থেকে নেমে প্লাটফর্ম দিয়ে হাটছি, হঠাৎ দেখি কিছুটা দুরে রিয়া ও তার মা দাড়িয়ে আছে ওর পরনে ছিল গাঢ় সবুজ ও খয়েরি রঙের শাড়ি, হাতে শাখাঁ আর কপালে সরু করে সিঁদুর লাগানো। আমি কিছুটা আগিয়ে যেতেই ওরা ডাউন ট্রেনের একটি মহিলা কামরায় গিয়ে উঠলো, হয়ত আমাকে দেখতে পাইনি ভিড়ের মধ্যে ! আর পেলেও বা কি।

এখন আমি বছর আটত্রিশের বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি, চোখের চশমার কাঁচটা বেশ মোটা হয়েছে, সঙ্গে না জানি কোন কারণে মাথায় দু-একটি পাকা চুল উঁকি দিচ্ছে। কর্মসূত্রে আমি এখন একটা স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক। একটা সময় মা বলতো মেয়ে দেখে বিয়ে কর আমি আর কতদিন তোকে রান্না করে খায়াবো? এখন মা নেই তাই ওগুলো আর শুনতে হয় না। পাড়ার কিছু পুরনো বন্ধু ঠাট্টা করে বলতো তোর চাকরির পয়সা খাবে কে বল? এবার বি থা কর আমাদের একবেলা খাওয়া। এখন আর বলেনা তার আশা ছেড়ে দিয়েছে।

কিছুদিন আগে কলেজ স্ট্রীট গিয়েছিলাম কিছু বই-পত্তর কিনতে, ফেরার পথে ট্রেনটা খালি ছিল জানালার ধারে সিট নিয়ে বইয়ের ব্যাগটা সামনে নিয়ে বসে গেলাম। বাইরে ঝির ঝির করে বৃষ্টি হচ্ছিল। বালিগঞ্জ স্টেশনে কয়েকজন উঠল একটি মহিলা আমার ঠিক সামনের সিটে

এসে বসল, আমি কিছুক্ষণ পর জানালার বাইরে থেকে চোখ সরিয়ে আমার সামনে বসা মহিলার দিকে তাকালাম, দেখলাম আমার সামনে বসা মহিলাটি আর কেউ নয় রিয়া ! ওর শরীরের মেদ বৃদ্ধি পেলেও আমার চিনতে একদম ভুল হয়নি। আমার মুখে কোনো শব্দ ছিল না শুধু রিয়ার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ছিল আঠারো বছর আগে নিবারন স্যারের কাছে টিউশন পড়তে যাওয়া সেই মেয়েটি রিয়া, কিন্তু আমার সামনে বসা রিয়া আর সেই রিয়ার মধ্যে কত পার্থক্য। কিছুক্ষণ পর রিয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম কেমন আছো রিয়া? উত্তর দিলো "ভালো! তুমি কেমন আছে?" প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললাম কোথায় যাচ্ছ? উত্তরে বলল "মামার বাড়ি যাচ্ছি মামার শরীরটা ভালো নেই।"। রিয়া চুপ করে ছিল, কিছুক্ষণ পর ওর ছেলেমেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু কোনো উত্তর দিলো না ওর চোখ জানালার বাইরে সদ্য গজিয়ে ওঠা বহুতল বাড়িগুলোর মধ্যে ঘোরাফোরা করছিল, ভাবলাম তাহলে কি রিয়ার কোনো ছেলেমেয়ে নেই? দেখলাম ওর চোখের কোনে জল চিক চিক করছে, লক্ষ্য করলাম রিয়ার কপালের সিঁদুর বেশ চওড়া হয়েছে আর হাতের শাঁখা দুটি তার উজ্জ্বলতা হারিয়েছে। কিছু পরে বললাম রিয়া তোমার স্বামী এখন কোন জেলায় পোস্টিংয়ে আছে? কিছু না বলে চুপ করে ছিলো ওর চোখ দিয়ে জল পড়ছিলো। হঠাৎ ও উঠে দাড়ালো, দেখলাম গড়িয়া স্টেশনে ট্রেন থেমেছে।

শেষ উত্তরের খোঁজে

তনুজা নাসরিন
বি.এস.সি , রোল- ৫৯

সুভাষনগর স্টেশনে নেমে গুটি গুটি পায়ে ক্লান্ত অবস্থায় হেটে কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছি, তখনই হঠাৎ দেখলাম সুমন রেলগেট পেরিয়ে মেন রোডের দিকে যাচ্ছে। আমি পেছন থেকে ডাকলাম সুমন ও সুমন, হঠাৎ পেছন থেকে ডাকায় কিছুটা হতভম্ব হয়ে থমকে দাড়িয়ে পড়ল। পিছন ফিরে আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল ''আরে তুমি! কোথায় থেকে ফিরছ?'' কথাটা আমি একবারে এড়িয়ে গিয়ে বললাম, তুমি আমাকে কিছুটা সময় দেবে কি? উত্তরে বলল ''কি বলো?'' আমি বললাম এখানে নয় চলো একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসি। ''আচ্ছা চলো'' কিছুটা দূরে একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলাম। দুটি কোল্ড কফি অর্ডার করলাম, সুমন না না করছিলো। পুরনো একটা হিসাব মেটানোর জন্য আজ এখানে ওকে ডাকা, যদিও আমি বন্ধুদের থেকে শুনেছিলাম চন্দ্রাণী নামে একটি মেয়ের সাথে রিলেশনে আছে। অথচ এই সুমনের জন্য একসময় আমি মরতে বসেছিলাম, এটা আমি ছাড়া আর কেই বা জানবে।

তখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি, আমি যে দাদার কাছে সায়েন্সের টিউশন পড়তে যেতাম সপ্তাদে দুদিন ওনার-ই ছোট ভাই হলো সুমন। কেমিস্ট্র অনার্স নিয়ে প্রথমবর্ষ, সুমনকে দেখতে সুন্দর তবে হিন্দি সিরিয়ালের নায়কের থেকে কোন অংশে কম নয়। ওকে দেখে মাথার মধ্যে কেমন যেন একটা তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিলো। সপ্তাহে দুদিন পড়া থাকলেও দাদা অঙ্ক পারছিনা বা জারণ - বিজারণের নানা রকমের সমস্যা নিয়ে প্রায়দিন সকলে দাদার বাড়িতে উপস্থিত হতাম। যে ঘরে দাদা আমাদের পড়াতেন তার ঠিক ডানদিকে ছিল সুমনের ঘর, পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ওর ঘরের উঁকি দিতাম আমি লক্ষ্য করছি সুমনও আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে থাকতো। একদিন ক্লাস শেষে একেবারে মরিয়া হয়ে ওর হাতে একটা চিরকূট গুঁজে দিয়ে চলে এলাম, তার উত্তরটা আজও পেলাম না। প্রথম আঘাতটা সেদিন লেগেছিল, যেদিন সুমন আর চন্দ্রাণীকে এক সঙ্গে সিনেমা হলের আশে পাশে ঘুরতে দেখলাম। সেদিন আমি ও আমার বান্ধবী প্রিয়ঙ্কা গিয়েছিলাম সিনেমাটি দেখতে। সিনেমার মধ্যে বলা একটাও কথা আমার মাথায় ঢোকনি সব মাথার উপর দিয়ে গিয়েছিল, মনের ভিতরটা যেন ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল কোনো ভাবো সামলে নিলাম নিজেকে। অনেক বোঝালাম আমি সুদিপ্তা চাইলে ওর থেকে অনেক ভালো ছেলের সাথে রিলেশনে জড়াতে পারি। সুমনের উপর খুব রাগ হত তখন, ভাবলাম মরবি তা মর ওই চন্দ্রাণীর খপ্পরে গিয়ে

পড়লি? আগুনের মত রূপ ছাড়া ওর আছে কি? এক ক্লাসে দুবার গাড্ডু খেয়ে এখন আমার সাথে পড়ছে। ফুলে ফুলে মধু খাওয়া উশৃঙ্খল একটা মেয়ে। সুমনের প্রেমিকা হওয়ার কোনো যোগ্যতা ওর নেই। একদিন ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে বলছিলাম আই হ্যেট ইউ সুমন, আই হ্যেট ইউ.... পাশের ঘর থেকে মা দরজায় ঠোঁকা দিয়ে বলল কি হলো রে চিৎকার করছিস কেন? মাঝে মাঝে মনে হত জামার কলার ধরে ঠাস ঠাস করে দুটো দিই চড়িয়ে।

অত ভালো রেজাল্ট করে বি.এ পাশ করার পর এখন সামান্য একটা সাইবার ক্যাফে খুলে বসেছে। ওকে নিয়ে যতবার আমি স্বপ্ন দেখতে চেয়েছি প্রত্যেকবার আমার স্বপ্ন ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছে, কম দিন তো হল না তবুও সদ্য কিশোরী বেলার সেই ভাল্লোলাগা থেকে আজও মুক্ত হতে পারলাম না কেন? কেন পারলাম না ওর থেকে দূরে সরে থাকতে? ওর জন্য একদিন আমার মাধ্যমিকে হয়েছিলো, এমনকি মরার কথাও ভেবেছিলাম। অত সহজে ছেড়ে দেব ওকে, সব কথার উত্তর নিতে আজ ওকে এখানে ডাকা। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম কিছু বলছনা, চুপচাপ বসে আছো যে? আমার সঙ্গে কি কথা বলতে ভালো লাগে না? ''সুমন বলল না তেমন কিছু নয়'' আমি ইচ্ছা করেই জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা সুমন চন্দ্রাণীর সাথে তোমার সম্পর্ক কেমন চলছে? ''মানে! চন্দ্রাণী .....ওর কথা বলছো আরো ওতো আমার ছোটবেলার বান্ধবী'' তাহলে সেদিন সিনেমা হলে ....? ''ও.... সেদিন তো ওর বয়ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে সিনেমা হলের কাছে গিয়েছিলাম'' কথাটা শুনে নিজেকে খুব অপরাধী বলে মনে হল তাছাড়া আমারই তো ভুল সিনেমা হলে দেখা দিনটাকে গুরুত্ব না দিয়ে যদি সত্যিটা জানার চেষ্টা করতাম তাহলে হয়তো এইদিনটা আমার দেখতে হত না। আমি বললাম আচ্ছা আমার চিঠির উত্তরটা দাওনি কেন? ''লিখেছিলাম কিন্তু তোমাকে দিতে পারিনি কারণ তুমি আমার দাদার ছাত্রী ছিলে, দাদার বদনামের কথা ভেবে চিঠিটা তোমাকে দিতে পারিনি।''

সেদিনের পর থেকে সুমনের সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা করেছি। আজ রাতের ডিনারে বাবা একটু আগে আগে এসে খাওয়ার টেবিলে বসলেন। এক টুকরো রুটি সবেমাত্র মুখে তুলেছেন মা পাশে এসে দাড়িয়ে বলল ''একটা কথা বলছি মন দিয়ে শোনো'' বাবা কৌতূহলী মায়ের দিকে তাকাল। ''তোমাদের আদুরে মেয়ের সম্পর্কে কিছু কথা কানে আসছে ও নাকি একটা ছেলের সঙ্গে ঘনঘন দেখা করছে, বাবা হিসাবে তোমার জানাটা তোমার দরকার তাছাড়া মেয়ের বয়স তো বাড়ছে।'' বাবা একটু রাগত ভাব নিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন ''ডাকো ওকে এখানে, ওর মুখ থেকে আমি সত্যিটা শুনতে চাই।'' বাবার সামনে এসে দাড়ানো মাত্র বললেন ''বস কিছু কথা আছে।'' তারপর উকিলের মত আমাকে জেরা করতে শুরু করলেন, আমি কোনকিছুই গোপন করিনি, কেন করব? এই চার-পাঁচটা বছর ধরে বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি, এখন এটা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সব শুনে বাবা বললেন "সবদিক ভেবে বলছিস তো? ছেলেটা তো প্রায় বেকার, খুব কষ্ট পাবি কিন্তু।" কথাটা কানে আসা মাত্রই বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে উঠলো। ছোটবেলায় যে কষ্টটা পেয়েছিলাম তার থেকে কি বেশি? দুমুঠো ভাত আর কাপড়ের কষ্ট? আমার মুখের দিকে বাবা বলল "এত ভাবার কি আছে! তুমি কিছু চেয়েছ আর সেটা পাবে না এমনটা কখনো হতে পারে, তুমি ভালো করে পড়াশোনা কর তোমার এখন পড়াশোনার সময়, তোমার ভালোলাগা নিয়ে আমরা ভাবছি।"

"বর" -এর জনপ্রিয়তা

জামালউদ্দিন আহমেদ
বি.এ , (অনার্স)রোল- ২২২

বীরেনবাবুর বড় বাছা বীরেশ বড়ই বুদ্ধিমান। বীরেশদের বোলপুরে বাস। বর্ধমানে বীরেন বাবুর বড় ব্যবসা, বাসনের বিপনি। বীরেনবাবুর বউ বহুদিন বিগতা। বৈশাখের বারোই বীরেশের বিয়ে। বিয়ের ব্যাপারে বীরেশ বেশ বিতৃষ্ণ। বলে বিয়ে বলিদান, বুড়ো বয়সে বিয়ে ব্যবস্থা বরং বেশী বঞ্চিত। বীরেনবাবু বয়স্ক ব্যক্তি। বেশী বাগ্‌বিতন্ডায় বীতশ্রদ্ধ। বললেন - বাপু, বিয়ে ব্যক্তিজীবনের বড়ই বিশেষত্বপূর্ণ বস্তু। বাইশ বছর বাচাল বাবার বুকে বাজবে বীরেশ বোঝে। বুদ্ধিমান বীরেশের বুদ্ধির বড়াই ব্যর্থ। বারোই বৈশাখ বিকালে বরের বেশ ভূষান্তে বড়মা, বড়দি বরণের ব্যাপারে ব্যস্ত। বেডফোর্ডে বর, বাসে বরযাত্রীদের বরানুগমন ব্যবস্থা। বলতে বলতে বিপুল বৃষ্টি, বজ্রপাত। বর, বরযাত্রী বাড়ীতে বন্দী। বরের বিশিষ্ট বন্ধু বিকাশ বালীগঞ্জের বাসিন্দা। বেশ বিবেচক ব্যক্তি। বলল বৃষ্টি বিরামহীন। বেরোনই বরং বিবেচনার বিষয়। বলতেই বৃষ্টির বিরতি। বরং বর, বরযাত্রী, বরের বন্ধুবর্গ বেরোল। বিয়েও বসল। বন্ধু-বান্ধবদের বাক্‌চাতুরীতে বরের বিপক্ষ বেসামাল। "বর-বউ"তে বারে! বয়সের বর বউ। বিয়ের বাসরে বরের বিশেষ বন্ধু বিনু বেশ বেহালা বাজাল। বলল বরের বিদায় বেলা। বাবা বাক্‌রুদ্ধ। বড়মা বাণীহারা। বিদায়কালে বর-কনের বিধিমত ব্যবস্থান্তে বেডফোর্ডে বর্হিগমন।

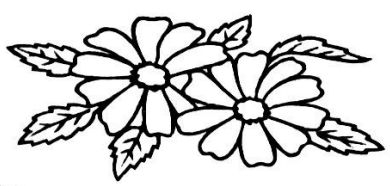

ক্ষমা কোরো মোরে

আতাউল

বাংলা (অনার্স)

'পাপ পুণ্যের বিচার ঈশ্বর করে' - একথা সকলের জানা থাকলেও বোধ হয় একজন অজানার ভান করে, আমাকে দিবানিশি সুপ্রভাতে-গোধূলি লগ্নে-রজনীর প্রতিটা নিস্তব্ধ শব্দহীন থর মরুভূমির ন্যায় মুহূর্তে প্রধান উই পোকার মত সমগ্র শরীরটাকে রক্ত শূন্য করে দিতে চায়। সে আমাকে নিয়ে বিশ্লেষণ করল না, আবিষ্কার করল না, গোলাপের সুগন্ধী হতে দিল না, পচা বাষ্পের মত ছুড়ে ফেলে দিলেও হয়তো বাঁচতাম ; কিন্তু বাঁচবার মতো বাঁচতাম না। পৌষের শীতের সকালের ঘন আচ্ছন্ন কুয়াশার ন্যায় ঘোর হৃদয়ের ভাষা সুন্দরীর অধরাই রয়ে গেল। জীবন আর দুর্যোগে গ্রাসিত সহস্র শতবর্ষ ধরে পুঞ্জিভূত পৃথিবীর হৃদয় গর্ভে ওরা কালোসোনা কয়লা যা সবুজ পরিবেশের আত্মত্যাগ। যার কোন জন্ম পরিচয় - গোত্র পরিচয় - বাসস্থানের পরিচয় - শিক্ষার পরিচয় পাওয়া সাহসীদের কাছে ভয়ের ন্যায়। সে আমাকে ভাবে বোকা সাত ছেলের পিতা কুমির, ভাবে জলশূন্য প্লাস্টিকের Pot করে মাঠের মাঝ বরাবর সবুজ ঘাসের উপরে ছুড়ে ফেলতে। আমি কোন প্রতিবাদ করিনি। কারণ আমি তো 'বিদ্রোহী' কবিতার নজরুল নই। আমার চিত্তের ভাষা সদ্য প্রভাবের মোলায়েম শরীরে প্রাণ টিকিয়ে রাখার উপাদান উত্তরে বায়ু। প্রশ্ন উঠতে পারে উত্তরে বায়ুই কি কেবল জীবন রক্ষার কবজ। আমি এখানে কোন 'সাইনটিফিক' ব্যাখ্যা না দিয়ে বলব, ঈশ্বরের সুর -

'হে পথিক তুমি তোমার জীবনকে সত্যের কান্ডারী বানাও।''

স্বদেশে চিত্তের হিংসা না বিলিয়ে হৃদয়কে গড়ে তুলুক সহজ, সরল, অহিংসবাদের সমর্থক হিসেবে। যেখানে থাকবে রবি ঠাকুর, বঙ্কিম, গান্ধির মত শাশ্বত মনুষ্য ব্যক্তিত্ব। যাদের শরীরে ঘুন ধরলেও মরচের ছিটে ফোটা থাকবে না। এমন নক্ষত্র লোকেদের সমালোচনা করা আমাদের মতো চুনোপুঁটির কর্ম নহে। এখানে ভাষা ব্যবহারের পদ্ধতি আমার জানা নেই। অজানার মধ্যে দিয়েই কেবলমাত্র একটি বাক্য মোর ব্যথিত, দুঃখিত, ধূলসিত, কম্পিত, হৃদয় সংসার থেকে অশ্রু সজল চোখে ধ্বনিত হতে লাগল - ''ক্ষমা কোরো মোরে সুন্দরী, ক্ষমা কোরো মোরে সুন্দরী।''

তুমি এমন !

মহম্মদ খালিদ হোসেন
বি.এ (অনার্স)

কোনো লেখার ভাষা মোর মাঝে নেই। তার উপর, ভাবুক নই যে ভাবনার মাধ্যমে ''পৃথিবীর রূপ, রস গন্ধ'' পাঠকের মাঝে তুলে ধরি। 'অমর প্রেম' সাথী হারা বেদনা নারী মননের অনভূতি গুলি নিয়ে কাব্য রচনা তো দূরের কথা। তবুও ''সেই কথাটি'' না বললে হৃদয়ের কাছে যেন ঋণী হয়ে থাকতে হবে।

ফুরফুরে পশ্চিমা বাতাস বয়ে চলেছে ; কোলাহল রত মানুষের ভিড়ে ভরে উঠেছে রাস্তার দুই কুল। প্রত্যহ দিনের ঘটে থাকা সেই পরিচিত ১০টা ৩০'র ছবি আজও ফুটে উটেছে পাকাপোল বাজারে এই ছবিটা পথিকের কাছে নতুন নয়।

আপন খেয়ালে সরল মনে কী যেন ভাবতে ভাবতে ফারুক স্কুলের দিকে হেঁটে চললো। কোচিং সেন্টার গুলি স্কুলের খুব কাছেই তার উপর একই সাথে সহপাঠীদের সাথে গল্প করতে করতে ভুলে যায় সাইকেল চড়ার কথা আর যারা ''মহাপ্রভুর'' তৈরি ''বিনা কোম্পানির'' গাড়িতে যায় তাদের ব্যাপার তো আলাদা। ''কি ফারুক দারুন গাইলি''- এমন দ্রুত পা ফেলে চলমান ছেলেটির খুব কাছে এসে বললো যেন সে শঙ্করের ন্যায় গুপ্তধন পেয়েছে। ফারুক বললো ''হ্যাঁ আমি আপন সুরে এমনি গান গেয়ে থাকি''। '' সত্যি তোর Beautiful গান'' - মেয়েটি এমন করে নানা কথা বলতে বলতে হঠাৎ বলে ফেললো - ''সে খুব ভাগ্যবান!''। এক পলকে তার দিকে চেয়ে ফারুক আবার আপন বেগে চলতে লাগলো। ''আর তোর গাওয়া গান গুলি যখন তোর কণ্ঠে শুনবে ...নিজেকে ধন্য মনে করবে।'' ''কোন মেয়ে তোর বউ সেজে আসবে সে খুব ভাগ্যবতী!। এমন করে দাদিমা, নানিমার মতো মিশ্র ভবিষ্যতের কথা বলতে বলতে স্কুলের প্রায় কাছে এসে বললো - ''ফারুক কখনই কাউকে কথা দিয়ে ..... ব্যথা দিওনা।'' এত কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বললেও ফারুক শুধু একটু মৃদু হাসি হাসলো আর সেই হাসির আভাসে নাসরিনের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে গেল।

২৬শে জানুয়ারি প্রজাতান্ত্রিক দিবসে নবরূপে সেজে উঠলো বাহারি পোষাক পরে স্কুলের ছেলে মেয়েদের আগমনে ভরে উঠলো বিদ্যালয়ের আঙিনা। স্বাধীন ভারতে পতাকা উদযাপনের সাথে দেশাত্মবোধক সঙ্গীতে ভরে উঠলো আকাশ বাতাস স্বাধীনতার স্বাদ যেন উপলব্ধি করলো সকল হৃদয়ের সাথে মাঠের ঘাসের শিশির। এই রকম প্রজাতান্ত্রিক দিবসের প্রভাত ফেরিতে ছাত্র

-ছাত্রীদের প্রাণ যে আকুল হতে থাকে নতুন স্বাদের সঙ্গীতে তা আগে থেকে বুঝে নিয়ে হয়ত অনুষ্ঠানের সভাপতি অনিবার্য স্যার অনুষ্ঠানের সূচিতে রেখে দিয়েছিলেন বয়ঃসন্ধি কালের প্রাণ কাড়া কয়েকটি সঙ্গীত। দ্বাদশ শ্রেণির দিদিদের নিয়ে সদ্য নবীন ফুল গুলি যুগ্ম কন্ঠে খুব সুন্দর ভাবে সঙ্গীত পরিবেশনের পর, অনুষ্ঠানের সভাপতি ঘোষণা করল - ''তোমাদের সম্মুখে, তোমাদের সহপাঠী; তোমাদেরই মন-আকর্ষণীয় সঙ্গীত নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে - নব শিল্পী ফারুক আহমেদ।''

কালো প্যান্ট ও সাদা জামা পরিহিত ছেলেটি মঞ্চে উঠেই শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে শিল্পী তাহার বাদ্যযন্ত্রে মনস্থ হল তার পর ভেসে আসলো ফারুকের কন্ঠ থেকে - ''প্রজাপতি মন তুই উড়ে যানা।'' গানটি পরিবেশিত হবার সঙ্গে পরিবেশ যেন মন দেবা নেবার খেলায় মত্ত হয়েছে। তা যাই হোক দশম শ্রেণীর ছাত্র ফারুকের গাওয়া গানটি - ২০১১ প্রজাতান্ত্রিক দিবসে।

নাসরিন ক্লাসে গিয়ে সহপাঠী বান্ধবীর সাথে গল্প গুজব ও স্যারের ক্লাসের মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে। বাড়িতে প্রত্যহ দিনের রুটিন মাফিক পড়ার শেষে - আহারের পরে রাতে নিদ্রায় যায়। কিন্তু বালিশের উপর মাথা দেবার সঙ্গেই ভেসে আসল সেই সুরটি উড়ে আসলো প্রজাপতি আর চোখের সামনে ফুটে উঠল সুর কারের সেই ছবিটা ! এমন করে স্বপ্ন সজাগের মধ্যে দিয়ে রাত্রি অতি বাহিত। সকালে বাড়ির কাজ মিটিয়ে কোচিং সেন্টারে এসে মাঝের লাইনে বসল - সাবনা সাইহিনার পাশে। কিন্তু সে যেন কোথায় হারিয়ে গেছে এবং কিছুর প্রতি তার একান্ত দৃষ্টি - ওই দূরে বসে থাকা সেই ''স্বপ্নের রাজা'' ফারুক। এমন করে দিন যায় রাত আসে ; পাঠশালার পাঠ শুরু হয় এবং সন্ধ্যায় সমস্ত - সময় তার পথে বয়ে চলে। কঠোর সাধিকার মতো তার ''প্রাণ প্রভু'' দিকে। আর সাধনার ফল কি বিফলে যায় - ফারুকের মনে ছাপ পড়ে ; ফুটে ওঠে নাসরিনের ছবি হৃদয়ে; সুরের মার্ধুযে বুঝিয়ে দেয় ''আমি তোমারই''।

দু'টি বছর স্বপ্ন ছন্দের মধ্যে দিয়েই কেটে গেল। বছরের শেষ মুহূর্তের কাছে নাসরিন বললো - ''ফারুক এখন ভালো করে পড় কলেজ .... মুক্ত সেখানে।'' এই ভাবে ভালো করে বুঝিয়ে সুন্দর একটি জীবনের দিকে প্রবাহিত করতে চায় - বুদ্ধিমতির মতো ফারুককে বললো। একি ভাবে ফারুককে বলার আগেই সে পরীক্ষার জন্য একটু একটু করে চেষ্টা চালিয়ে এগলো। দেখতে দেখতে পরীক্ষা সম্মুখে। কোচিং সেন্টার ফুলের তোড়া, কলম বিবিধ উপহার দিয়ে বিদায় দিল। বৃহস্পতিবার সকালে এক পলকে মেয়েটি তার দিকে চায় ফারুক ঘুরে বুঝিয়ে দেয় - কঠিন সময় আবার দেখা হবে।

দেখতে দেখতে পরীক্ষা তিন মাস পার হয়ে গেল। পত্রিকার ঘোষণা আগামী কাল উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট ঘোষিত হবে। শুক্রবার যথারীতি ফল প্রকাশিত হল। নাসরিন খুব সুন্দর রেজাল্ট করল। ফার্স্ট ডিভিসনে উত্তীর্ণ হল। স্কুল অফিস থেকে রেজাল্ট নিতে ব্যস্ত নাসরিনকে

দেখতে পেল লাইনের পেছন থেকে এক পলকে তাকিয়ে থাকা সেই ফারুক।

রেজাল্ট নিয়ে একে একে যে যার ঘরে ফিরলো। ফারুক দ্বিতীয় বিভাগে পাস করলো। মনটা একটু বিষই মনে হলেও নাসরিনের খুশিতে তাঁর মুখে আনন্দের বিন্দু বিন্দু ঘাম ভরে গেল।

সকল সহপাঠীদের সাথে ''ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ে'' ফারুক ফর্ম তুলতে গেল এবং নির্ধারিত তারিখে ভর্তি হল। কিন্তু এই দুদিন সুমিষ্ট ললনার সাক্ষাত সে পেল না। নাসরিন ভর্তি হল অনার্স সহ। ভর্তির তারিখ তো আলাদা।

ক্লাসে কয়েকদিন আগে শুরু হল। পঞ্চম দিনে রাষ্ট্র বিজ্ঞান করে শিক্ষা বিজ্ঞানের ক্লাসে নাসরিন কে দেখতে পেল। নাসরিনের পাশে এডুকেশন থাকায় হয়ত শিল্পী ফারুকের চেষ্টা সফল হল।

''কি ফারুক ভালো আছিস''- চুলটা বাঁকিয়ে অনেক পরে ফারুককে বললো। নাসরিনের এহেন আচরণে ফারুক হতভম্ব হয়ে পড়ে। ভাবতে গিয়ে যেন ভাষা হারিয়ে গেল। স্রেফ ওই টুকু কথা। ইঙ্গিত..... অনেক দূরে। স্কুলের পথে বা কোচিং -এ যেমন ফারুককে একদিন বলেছিল ''শুধু তোমার'' আজ ইঙ্গিত টা তার বিপরীত মুখি। নাসরিন আবার নতুন সহপাঠিদের সাথে গল্প বলে চললো। ক্লাসে বেল পড়ে গেল কলেজ গেটের পাশে নারিকেল গাছের ঘিরে সান বাঁধানো চাতালে আর বেশিক্ষণ বসে থাকা হল না। ''আসি বন্ধু'' .... বলে ফারুক আপন ক্লাসের দিকে পা বাড়ায়। তার দিকে বারবার তাকিয়ে মোর কঠিন হৃদয় একটু গলে গিয়ে বৃষ্টি রূপে চক্ষু দুটি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে বুক হু হু করে ওঠে। মনে পড়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ে ''দেওঘরে স্মৃতি'' গল্পে চতুঃপদি প্রাণীর পরিণতি। আর কিছু লেখার আর ভাষা মোর নেই। তাই লিখলাম - ''পথের বাউল আজ আপন পথ বয়েই চলে গেল''!

হাতিশালার ঝড় !

রাজা

বি.এ (অনার্স)

নরেনের মত শৈশব কাল থেকেই শুনে আসছি এ বিশ্ব বড়ো সুন্দর, অপরূপ, অমূল্য রতন, ঐশ্বর্যশালী ও বিচিত্রাগামী গিরগিটি। এখানে না আছে মরুভূমি, না আছে সত্যিকারের মানুষ, না আছে মুক্ত-শান্ত-সরল-নম্র সবুজ মাঠের ক্ষেত। তা সবই আজ মানুষের 'ডেভলপমেন্ট' মস্তিষ্কের ইন্দ্রিয়ের ক্ষুদ্র মাধুরীর কাছে পরাজিত পতাকা লাভ করেছে। মরুদ্যান যদি ঘন ঘন থাকে তাহলে কি পর্যটকদের চামড়ার নাকের নরম মাংসের কোষগুলি মরুভূমির ঘ্রাণ বাতাসের অট্টালিকার মিনার থেকে শুষে নিতে পারবে? না পারবে না - মরুভূমি আজ শ্রীকান্তের প্রতি হারা অন্নদাদিদির লেবাজ পরিধান করে স্বর্গ মর্ত্য পাতালে শান্তির ফোটা বিশ্বাস টুকু খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। ভাষার প্রত্যেকটা অক্ষরের প্রাণ এখানে গণিত শাস্ত্রের স্বরূপ লাভ করলেও হাতিশালার ঘোড়ার ক্ষুরের মত অস্পষ্ট হয়ে যায়নি। হাতিশালার ঘোড়াটি ছিল চোখে আশা-আকাঙ্খা-ভয় এবং মনের মারিয়ানা খাদে গোকানে ছিল নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার মন্ত্রী মিরজাফরের প্রতারণার ছবি। ঘোড়া এসেছিল আকাশের অসাধারণ মেঘের সারি আঁচল সরিয়ে পক্ষীরাজের ডানা নিয়ে। সে এসেছিল গ্রিক দেবতা ''পোসাইডিনের' ভয়ঙ্কর হুঙ্কার সঙ্গে নিয়ে সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার পূর্ণিমা নিশীর জোৎস্না হয়ে। সে রজনী এতই অপরূপ লাবণ্য লাভ করেছিল এ ধরার প্রতিটা ছত্রে ছত্রে, প্রতিটা পুষ্করিণীর জলের দর্পণের সম্মুখে, প্রত্যেক জোনাকির পাখনার নীচে ধড়ের পিছনের টিমটিমে আলোর সামনে। অকল্পনীয় সারিবদ্ধ ভাবে পড়া মাটির দেহে সুদীর্ঘ নারকেল পাতার অন্ধকার মেশানো ছায়ার দরজার উপরে, তা স্ব-চক্ষে প্রত্যক্ষ না করলে ঘোড়ার রূপের ঐশ্বর্যের তাজমহল সম উচ্চ প্রশংসার দিবসে ক্রন্দনরত দেবীর উচ্চ নিকট থেকে এক জোড়া নয়ন ভরা বিকৃত জল পৃথিবীর ছায়াপথের জীবিত কাল পর্যন্ত ধার নিতে হত। ঘোড়াটি একান্ত রাজার। এ রাজা দেশ-দশের-প্রজার রাজা নয়, নয় কোন সিন্ধু-হরপ্পা-ইরাক সভ্যতার । এ রাজার স্বপ্নের বাড়ি তার হৃদয়ের চার সংখ্যক প্রকষ্ঠের প্রেম-ভালোবাসা অভিমান জড়ানো সত্যবাদী মাংসের জীবন্ত কুঠিরে।

মানিক রাজা ঘোড়াটিকে তার কল্পনা বিজড়িত চিত্তের এতটা সন্নিকটে আনলেও তার মনো দড়ি খুঁটিতে তার চিটের বিষাদের জালায় জর্জরিত চির পরিচিত প্রাণীটিকে না বলে বাঁধা গেল না। সে চলে গেল রাজার হাটের চাল ভর্তি দোকানের সামনে। সে দোকানের গভীরে প্রবেশ করলো না কেবল বাইরে থেকে সজল চোখে চেয়ারের উপর বসে থাকা মানুষটিকে দেখতে লাগল।

রাজার শূন্য হৃদয়ে ততদিন পর্যন্ত অশান্ত কালবৈশাখী রবে, যতদিন না তার হাতিশালার ঝড়, এক বস্তা চাল সম দূরত্বে বসে বলবে - তুমি কি আজও আমার কথা ভাবো !!!

অভিমানী

সাবানা পারভীন
বি.এ (অনার্স)

সরাজ হঠাৎ একদিন তার বউকে নিয়ে গ্রামে তার এক বন্ধু মুকুলের বাড়িতে গেল। সরাজ তার বন্ধু মুকুলকে বলল কেমন আছিস? মুকুল বড়ো আনন্দের সঙ্গে বলেছিল - খুব ভালো আছি। বন্ধু তুই কেমন আছিস? এ কথা বলার পর ঘরে ছিল তার একমাত্র মেয়ে যার নাম বুলবুলি। বুলবুলি দুজনকে সালাম জানিয়ে ঘরে যায়। সরাজ মুকুলকে জিজ্ঞাসা করল বুলবুলির মা কোথায় গেল দেখছি না তো? মুকুল অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলল বুলবুলির মা ওকে জন্ম দিয়ে হাসপাতালে মারা গিয়েছিল! কথা শেষ না হতেই বুলবুলি কিছু খাবার তাদের কে খেতে দিল। সরাজ এবং সরাজ এর বউ নাম সানু আপা তাদের দুজনের বুলবুলিকে পছন্দ হল বুলবুলিকে তারা ঘরের ছোট বউমা করবে বলে।

সরাজ তার বন্ধু মুকুলকে অত্যন্ত আবেগ অনুভূতির সাহায্যে বলল মুকুল দয়া করে আমার একটা অনুরোধ রাখবে? - মুকুল বলল অমন কথা বলো না বন্ধু? তোমরা ধনী লোক, অনেক সম্পত্তি আছে তোমাদের আমার কাছে কি এমন জিনিস চাইবে তোমার এগরিব বন্ধুর কাছে? সরাজ নির্ভয়ে মুকুলকে বলল আমার সমর্থ আছে বন্ধু নেই একটা ফুলের মত বউমা। বন্ধুর কথার রাজি হয়ে বলল তোমার এই পরিবারে আমার মেয়ে মানিয়ে নিতে পারবে তো? তোমাকে কথা দিলাম আমি থাকতে তার কোন কষ্ট হতে পারে না, এবং সে পারবে সবাইকে আপন করে নিতে। বন্ধু বন্ধু রাজি হওয়ার পর সরাজ বাড়িতে এসে তার ছোট ছেলে জয়কে বিয়ের ব্যাপারে সব কিছু কথা বলা হ..... বলার পর সে এ বিয়ে করতে রাজি হয় না। বাবার কঠোর আদেশ তাকে এ বিয়ে করতেই হবে। বাবার কথা মত জয় বিয়ে করলো। কিন্তু সে কোনদিনও বুলবুলিকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি। বুলবুলির মুখের দিকে কোন দিন সে তাকাত না। বুলবুলিকে মারধোর করতো তবুও বুলবুলি কোন দিন কারোও সঙ্গে বলেনি। বুলবুলি জয়ের কাছে একটা ছোট অনুরোধ করেছিল সে ঘরে জয় থাকে সেই ঘরের এক কোণে তাকে থাকতে দেওয়ার জন্য। কারণ বাব মা যাতে আমাদের ব্যাপারটা না বুঝতে পারে। তাহলে তারা কোন কষ্ট পাবে না।

বুলবুলি প্রতিদিন সকালে উঠে কোরান তেলায়ত পরতো। সারাদিন শ্বশুর শ্বাশুড়ির সেথায় লিপ্ত থাকতো। যেন একটা কাজের মেয়ের মত। সারাদিন কাজ করতে থাকতো।

জয় মদ খেত। একদিন হঠাৎ প্রচুর পরিমাণে মদ খাওয়ার পরে সে অচেতন অবস্থায় বাড়িতে ফিরে ছিল। বাড়ির চাকর রতন গেটটা খুলে দিয়ে তাঁকে ধরে তার ঘরের দিকে ছেড়ে দিয়ে

ছিল। জয় তার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল এবং ওইদিন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা করে এক জায়গায় মিলিত হয়েছিল? কয়েকদিন পর দেখা গেল বুলবুলির গর্ভে সন্তান সম্ভাবনা। বুলবুলির গর্ভে সন্তান অবৈধ মনে করে আল্লার কছম দিয়ে মারধোর করে তাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেন জয়। তা না করলে সে তাঁর মরা ঘুম দেখতে পাবে।

স্বামীর স্মৃতি নিয়ে সে বেঁচে থাকতে চায়। তাই সে সকালে যাওয়ার আগে বুলবুলি তার বাবা মায়ের পায়ে সালাম নিয়ে স্বামীর পায়ে সালাম নিয়ে একটি চিঠি রেখে চলে গেল। স্বামীর পায়ের তলায় চিঠিতে সে লিখেছিল - কোটি কোটি শুকরিয়া তোমাকে জানাই। তুমি একদিন প্রচুর মদ পান করার পর তোমার কোন জ্ঞান ছিল না সেদিন তুমি আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলে। যদিও তোমার অচেতন অবস্থায় থাকার শর্তে আমার কাছে ওই রাত্রীটি সবচেয়ে আনন্দের ও সুখের রাত্রী ছিল। দয়া করে তুমি কোন দিন মদ পান করবে না। জয় তুমি হয়তো জাননা আমি সেই মেয়ে যাকে তুমি আজ থেকে গত পাঁচ বছর মেলামেশা করতে চাইছিলে আমি সম্মানের ভয়ে তা করিনি। পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিও। খোদা হাফেজ।

সকালে বাবা মা উঠে বুলবুলিকে দেখতে না পেয়ে অস্থির তেমনিও জয় চিঠিটি পড়ে তার সব ভুল সে বুঝতে পারে এবং বাবা মায়ের আর্শীবাদ সঙ্গে নিয়ে বুলবুলির সন্ধানে পাড়ি দিল। বুলবুলি বড়ো অভিমানের সাথে বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে বিষ পান করে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে মরতে গেল.... বুলবুলির ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জয় ও নদীতে ঝাঁপ দিল তাঁর পর তাদের দুজনের আর কোন হদিস পাওয়া গেল না। খোদা হাফেজ।

মূল্যবান রক্ত

আতাউল

বি.এ (অনার্স)

ভারতবর্ষের মানুষের রক্ত লাল হলেও বর্তমানে তা ধূসের বর্ণ হতে শুরু করেছে - ঠিক সাদা পায়রার পাঁচ নং পালক। পৃথিবীতে মায়াকানন বলে কিছুর অস্তিত্ব অন্তত আমার আঁখির সামনে দেখতে পাচ্ছি না। এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে মূল্যবান রক্তের সন্ধান করতে বার হলে, দু পায়ের বৃদ্ধাঙ্গ লির তলার পড়ে থাকা চামড়া গুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে যে তরল পদার্থ বেরিয়ে আসবে, তাকে ব্লাড না বলে শত বৎসরের পুরানো ট্র্যাক্টরের কালো ঘন মবিল বলাই যুক্তি সঙ্গত। পশুর রক্তের মধ্যে আজ মানুষের রক্তের ঝাঁজ বেরায়। শেয়াল, হরিণ, জেব্রা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে আমাদের জাতের কি এবার সুবর্ণ যুগ ফিরে এলো। আমি বলব না, তোমাদের বাড়ি তো মাটিকে পুড়িয়ে লাল করে তৈরী নয়, তোমরা তো স্বইচ্ছে লাল পিপড়ে মারো না, তোমরা সাদা রোদে কালো সানগ্লাস ব্যবহার করো না, তোমরা তো লাল রক্ত নিয়ে হলি খেলো না, তবে কেমন করে মানুষের সম্মান কলমের ডগা দিয়ে শিসের গা বেয়ে টুক করে তোমাদের দিয়ে দিই। রক্ত তৈরী করার কারিগর তো মানুষ নয়। একমাত্র ঈশ্বরই পারেন রক্তের শ্রেণী বিভাজন করে মূল্য নির্ধারণ করতে। আজ সমাজের মানুষকে দেখে আমার বড়ো ভয় হয়। কারণ এদের দন্তগুলো থেকে আজ হিংস্র কুকুরের বিষ লালা বার হয়। বার হয় আড়াই দিনের মাংস না খাওয়ার হাহাকার। এদের চোখ দুটি দেখলে মনে হয় রয়্যাল বেঙ্গলের থেকেও ভয়ঙ্কর এবং সপ্ত আসমানের অগ্নির থেকেও উত্তপ্ত। পেছন থেকে দেখলে মনে হয়, ওদের মাথার প্রতিটা চুলের প্রান্তভাগে বিরাজ করে আছে বিয়ে বাড়ির এক একটি চুলো। যেখানে কোন পোড়ানোর উপাদান লাগে না। চুলো গুলো অগ্নি আগ্নেগিরির মত চারিদিকে উৎলিয়ে ছাপিয়ে পড়ে।

একজন বাঙালি যেমন গঙ্গা জলে প্রাণ করলে সুপবিত্র হয়ে যায়। ঠিক তেমনি সারা শরীরের রক্তকে একটু একটু করে দান করলে দেখবে শরীরের মধ্যে কার রক্তের নাড়ির মধ্যে মহানুভবতার আদর্শ ছড়িয়ে পড়ছে। দেখবে যে এমন শরীরের মধ্যে না থেকে মূল্যবান রক্ত হয়ে প্লাস্টিক প্যাকেটে ভর্তি হয়ে ব্লাড ব্যাঙ্কের প্রতিটি শাখায় নিজের অংশদারী বুঝে নিয়ে, চিৎকার করে পশু সমাজের রক্তকে ধীক্কার জানাচ্ছে।

কবিতা

জন্মভূমির প্রতি

মুকুল আলি মোল্যা
বি.এ (অনার্স) রোল- ২৪৪

আমার এই জন্মভূমি সব দেশের সেরা
আমার জন্মভূমি স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
চারিদিকে মাঠ ঘাট কলা ফুলে গন্ধ
আম গাছ, জাম গাছ, বাঁশ গাছ, আকন্দ।
মন চায় যেতে চলে অন্য কোথাও
তবু মন বলে কথা দুঃখ সেথাও।
আমার দেশের মতো নেই কোনো দেশ
এর গান গেঁয়ে ও হয় নাকো শেষ।
আমার দেশ সবার কাছে রাণি হয়ে আছে
জানি নাকো রাজা এর দূরে কি কাছে।
মন চায় দেখতে এক বার যাকে
আমার দেশ হবে খুশি দেখে যে তাকে।

পাখি

মনিরা
বি.এ (দ্বিতীয় বর্ষ)

পাখিদের মতো সুখি
আর কেউ নাই রে
যেথা খুশি সেথা যায়
কি মজা ভাইরে।
নেই কোনো লেখাপড়া
নেই কোনো চিন্তা
খাই দায় গান গাই
নাচে ধিন ধিনতা।

আমার গ্রাম

জামালউদ্দিন আহমেদ
বি.এ (অনার্স)

বাড়ি আমার স্বস্ত্যায়ন গাছিতে
কাশিপুর থানার মাঝে,
সারা বেলা নানান লোক
ব্যস্ত নানা কাজে।
গ্রামটি বড়ই ছোট
হাজার লোকের বাস,
চাষীরা সব মাঠে মাঠে
খাটে বার মাস।
গ্রামের লোক বড়ই গরীব
মাটির ঘরে থাকে,
সন্ধ্যা হলে শিয়াল ভায়া
হুক্কা হুয়া ডাকে।
এই গ্রামে মোর জীবন কাটে
আপন সুখে দুখে,
ছায়ায় ভরা স্নেহে ঘেরা
এই জন্মভূমির বুকে।।

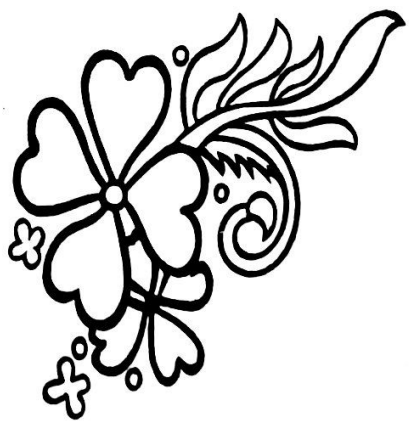

ভূমিকম্প

সাবানা পারভীন
বি.এ (অনার্স)

সাথি হারিয়ে গেছে—
কোন এখ মুছে যাওয়া ক্যালেন্ডারের তারিখে
পশু পাখিরা এখন পালক খেলে—
ঠক ঠক করে কাঁপছে বসে শীতে।
আমাদের সমস্ত জীবনটা হচ্ছে একটা ভূমিকম্প
চলে যায় কোন এক অজানা রিখটার স্কেলে
স্কেলের খাদে গিয়ে পড়ে।
অন্ধকার মূল্যহীন শুধু নাবির গর্ত একটা
পুড়তে পুড়তে সেই জীবন—
মারাত্মক একটা ধাক্কা খেয়ে ঘুরে দাঁড়ায় আবার
আবার যেন সেই শীতের আমেজ কমিয়ে দেয় ওর আয়াতন
সমস্ত পৃথিবীটা কাঁপতে থাকে ভীষণ ভাবে
চাপা চুপি দিয়ে যতো বার ঠেলো—
ঐ আগুন তাকে নাভির আরো কাছে
আগুনের ঠেলায় বলিয়ে দাও যত
মুছে যাওয়া কালেন্ডার।

প্রিয় কবি শরৎচন্দ্র

মধুমিতা প্রামানিক

কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র
ছিলেন মস্ত ঔপন্যাসিক
গল্প আর নাটকে
তিনি হলেন দুঃসাহসিক
উপন্যাসগুলি দেখতে বড়ো
পড়তে লাগে বেশ
তাইতো সবাই এই কবিকে
স্মরণ করে শেষ
বিখ্যাত সব উপন্যাসগুলি
সবার মুখে মুখে
ছড়িয়ে পড়ে স্কুল কলেজের
লাইব্রেরি ঘরেতে
দেবদাস উপন্যাস পড়ে একবার
শেষ প্রশ্নতে শেষ করে
রাখুন বই তার পর
ভালো লাগবে কথা দিলাম
একের পর এক খন্ড
উপন্যাসে শরৎচন্দ্র দুর্দান্ত।

একদিন চলে যাব আমি বহু দূরে

মোঃ মহাসীন মোল্যা
বি.এ (জেনারেল)

একদিন চলে যাব আমি বহু দূরে
তোমাকে ছেড়ে, কোন দিন আসবো না ফিরে
তোমার ও তীরে।
আমাকে যতই ডাকো চিৎকার করে
তাকাবো না ফিরে।
একদিন চলে যাব আমি বহু দূরে
জানি তোমাকে ভুলিতে পারিবো না
ব্যথা পাব মনে।
তবুও যদি চাও মোরে ভুলে যেতে
ভুলে যেও মোরে
একদিন চলে যাব আমি বহু দূরে
জানি জন্মেছি যখন তখন মৃত্যু হবে
ছেড়ে যেতে হবে, এ মহা সুন্দর ধরণীকে।
ভুলে যেতে হবে যত আশা আকাঙ্খা
শুধু রয়ে যাবে প্রেম প্রীতি ভালোবাসা,
যত দুর্নাম যাবে ভেসে কালের স্রোতে
আমি পারিবো না আমার হৃদয় থেকে
তোমাকে মুছিতে।
একদিন চলে যাব আমি বহু দূরে।

ভিক্ষু হিতের তর্ক

মতিউর রহমান মোল্যা
বি.এস.সি , রোল- ১১১

ভিক্ষু আসিলেন পুরোহিতের দ্বারে,
পুরোহিত ছিল তখন মগ্ন নিদ্রাতে।
ভিক্ষু ডাকিলেন সুরে বেসুরে,
কটু বাক্য দিতে দিতে চলে যায় দূরে।
ঘুম ভেঙে উঠে বলে ওহে ভাই শোনো,
এসেছিলেন আমার দ্বারে ধাইলেন কেন?
ভিক্ষু বলে তখন ওরে ভাই হিত,
পৃথিবীতে যারই ভালো গাই তাদের গীত।
হিত বলে ওগো ভাই বুঝলাম না কথা,
বুঝতে গিয়ে আমার যেন ঘুরে ঘুরে যায় মাথা।
দিলাম না তো এক মুঠো চাল দিলাম নাতো কিছু ,
বলছো ভালো মুখ নিয়ে সন্দেহ আছে মিছু।

জীবন

সোনামনি মন্ডল
বি.এ (জেনারেল)রোল- ১৫৫

জীবন মানে ভালো মন্দ
হাসি কান্নার ছায়া ছন্দ।
জীবন মানে বিরহ ব্যাথা
জানা অজানা অনেক কথা।
জীবন মানে চাওয়া পাওয়া
দুষ্ট মিষ্টি একটু ছোঁয়া।
জীবন মানে ভালো বাসা
মনে মনে তাকেই খোঁজা।
জীবন মানে আশার দিশা
কখনও সে হয় দুরাশা।
জীবন মানে একটু চাওয়া
অনেক দিয়েও যায়না পাওয়া।

বই

মারুফা খাতুন
বি.এ (অনার্স)রোল- ২২৫

সারাদিন ভালো লাগে
নানা বই পড়তে।
বই এর পাতায় চাই
মন খানা রাখতে।
মন চাই বইকে সাথী করে
সারা জীবনের পথ চলতে
সারাদিন ভালো লাগে
নান বই পড়তে।

কবিতা ও আমি

মারুফ উদ্দিন মোল্লা
বি.এ (জেনারেল) রোল- ৮৬৩

তুমি আমার জীবনের বস্তুতঃ এক অঙ্গ
তুমি আমার খেলার সাথি
তোমার সাথেই করি আমি রঙ্গ-ব্যঙ্গ
নিষ্ঠুর এই পৃথিবীতে কেউ কারো নয়
এর মাঝেও তুমি আমার।
এভাবেই হয়তো কেউ কারো আপন হয়।
তোমার আর আমার মাঝে নেই দূরত্ব
তুমি জানো, আমিও জানি
আমরা একাকার, এ যেন চির সত্য।
জানিস কোন একদিন বোবা হয়ে যাব
ভাবিনা তুমিতো আছ।
মনের কথা তুমিই বলো তখন, সুখ পাব
হতেও পারি কোনদিন আমি অন্ধ।
চোখের দরজা বন্ধ হবে।
খুলে দিও মনের দরজা, দিও কিছু ছন্দ।

নতুন বছর

মোঃ মহাসীন মোল্যা
বি.এ (জেনারেল)

নতুন বছর শুর রে ভাই
নতুন বছর শুরু
সারাদিন নতুন বছর
মন যে উড়ু উড়ু।
ভুলবো সবাই দুখের স্মৃতি
বাঁধব নতুন সাধ
নতুন দিনে করব না ফের
নতুন অপরাধ।
মিলেমিশে থাকব সবে
গড়বে নতুন নীতি
বন্ধ ঘরের দুয়ার খুলে
ছড়িয়ে দেব প্রীতি।
সেই প্রীতিকে নতুন দিনে
নতুন ভোরের আলো
জড়িয়ে ধরে শুষে নেব
মনের যত-কালো।

পার্থক্য

মারুফা খাতুন
বি.এ (অনার্স) রোল- ২২৫

আমরা গরিব তোমরা ধনি
অনেক আছে তফাত।
আমরা প্রতিদিন পান্তা ভাতে
মাখি টাটকা পিয়াজে।
তোমাদের জন্য রাখি
শুধু দু বছরের বাসি পিয়াজ
ধনী তুমি জ্ঞানি তুমি
এখন তুমি নেতা
তোমার অনেক টাকা আছে
কেন তুমি ক্রেতা?

প্রজাপতি

মধুমিতা প্রামানিক

প্রজাপতি প্রজাপতি
তুমি কোথায় যাও
আমাকে ছেড়ে তুমি
কত দূরে যাও।
মনে করি আমি তোমার
ছোট্টো বন্ধু হব
বন্ধু হয়ে আমি তোমার
অনেক সাহায্য করব।
তুমি আমার বন্ধু হয়ে
ঘরের আসে পাশে
ঘোরাঘুরি করবে তুমি
আমি দেখব বসে।

আমি যদি তোমার মতো
হতে পারতাম পাখি
তাহলে আমি তোমার মতো
উড়ে যাইতাম ফাঁকি।
বন্ধু তোমার দেখতে ভারি
কতনা রূপ ভারি
তোমার দেখে অন্য বন্ধু
করবে কাড়াকাড়ি।
যদি সে হয় ভালো
তাহলে আমায় বলো
তখন আমি ভেবে দেখব
কী করতে পারি।

পৃথিবী

সেকেন্দার আলি মল্লিক
বি.এ (অনার্স) রোল- ১৬

"পৃথিবীতে আসিলে মরিতে হবে
সবারই করিতে হবে নিঃস্বর্গ অর্জন।
তাই বলি ভাই এই পৃথিবী বেশি দিনেরই নয়
থাকিলেও থাকে না মানুষই চিরদিন।
এই পৃথিবী বৃহৎ যন্ত্র স্বরূপ মানুষেরই কাছে
কামনা বাসনার পরিমেয় পৃথিবী।
হাহাকার করে পৃথিবী চলে যেতে
অনন্ত জীবনে ফিরে সমস্ত মানুষই।
পৃথিবীর আলো ও জ্ঞান থাকবে পড়ে
চিরসাথী নিয়ে যেতে পারবে না
কেউই এই অনন্ত জীবনে।
পৃথিবী বিদায় পৃথিবী বিদায়
পড়ে রইবে চিরলগ্ন
মানুষরই সৃষ্টি মানুষরই বিনষ্ট।
হইবে একে একে শেষ
পৃথিবী থাকিবে চিরন্তর প্রদীপ
আলোর মতন জ্বলে রইবে"।

আমাদের মহাবিদ্যালয়

লাল্টু ঘোষ
বি.এ (অনার্স) রোল- ৬১

আমরা সবাই ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়ে পড়ি
আমরা তাই মন দিয়ে বলি এই মহাবিদ্যালয় দ্বিতীয় স্বর্গপুরী।
জ্ঞানের আলো এইখানেতে দিবারাত্রি জ্বলে
সমস্ত রকম বিদ্যা শিক্ষা এইখানেতে চলে।
সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত আমাদেরই ভিড়
কিচির মিচির শব্দ যেন হরেক পাখির নীড়।
আমরা সবাই ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়কে বড়োই ভালোবাসি
সুশিক্ষা পাওয়ার জন্য তাই আমরা এই মহাবিদ্যালয়ে আসি।
কোন দিনই ছেড়ে যেতে ইচ্ছা মোদের হয় না
চলে যাওয়ার কথা শুনলে মনে দুঃখ আর সয়না।
তাই বলতে পারি পারবো না কোনদিনই এই মহাবিদ্যালয়টিকে ভুলতে
হৃদয় দিয়ে আটকে রাখবো সারাজীবন এই স্মৃতিটিকে।

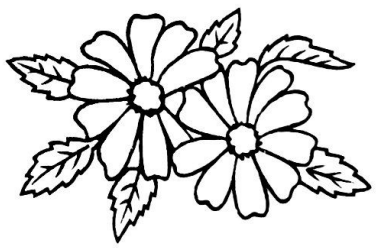

.....

মোঃ মহাসীন মোল্যা
বি.এ (জেনারেল)

কত কিছু দেখি আর ভাবি
হব আমি মস্ত কবি।
ম্যাগাজিনে দিতে হবে
কবিতা মোর একটি
মাথায় আসেনা কিছু
যেন ভরা শুধু কাদা
এরপর কলম গেল থেমে
থামতে থাকি আর কোথা থেকে
ধার করি দুটি লাইন
উল্টাতে থাকি পুরানো ম্যাগাজিনের পাতা
নতুবা ব্য কোন কবির লেখা কবিতা।
ধার করে নিয়ে মিলিয়ে দিলাম
হয়ে গেল কবিতা।
তাই বলি আজকের কবি
যেকাবর্ণ তোলা ছবি
ভাব নেই - ভাষা নেই।

গোলাপের কাঁটা

মহম্মদ খালিদ হোসেন
বি.এ (অনার্স)

সাগর দাঁড়ির সাথি খাতুন
লতার মতো দেহ
শরীরটা যে লাল গোলাপ
বুক ভরা স্নেহ।
সাথি খাতুন স্বরূপনগর
বিদ্যালয়ে যায়
বিদ্যালয়ে গিয়ে সাগর মোল্লার দেখা পায়।
প্রথম দেখা প্রথম পরশ
দু'জনার মধ্য যখন হয়।
দুজনের হৃদয়ে যেন কি একটা ধবনিত হয়।
এমন ভাবে প্রেম প্রীতি চলে,
দুজনার সাথে।
এই কথা জানা জানির পরে,
স্কুল ছাড়তে হয় সাগর মোল্লাকে।
স্কুল ছেড়ে সাগর মোল্লা বাড়িতে যখন রয়
এক সাঁজে এই কাহিনী আমার সাথে কয়
জানিস খালিদ বাসতাম ভালো সাথি খাতুন কে
ভাগ্যের কি খেলা যে দেখা হয় না আমার সাথে
আমি বলি সাগর ভাই প্রেম পত্র পাঠাও
না হলে এই আধুনিক যুগে মিসকল তো দাও।
শোন খালিদ ভাই একশোটা নয়
একশো আটশটি পাঠাইছি চিঠি
কিন্তু উত্তর স্বরূপ পাইনি কোনো প্রেম গীতি।
আমি বলি সাগর মেয়ে নয়তো
ও নরকের কীট
ওর কথা তুই ভুলে গিয়ে জীবন গড় নতুন ভাবে
এই কথা শুনে সাগরের বুকে ঢেউ গর্জন বাজে।

শোন ভাই কাছে আয় বুকে বুকে মেলাই
ভালোবাসার অর্থ কী জেনে নে তাই।
আল্লার ইচ্ছায় মৃত্যু যখন আমার হবে,
ইনশা আল্লাহ সাথি তখন
এক গ্লাস জল আমার গালে দেবে।
এমন কথা বলতে বলতে হঠাৎ ঝড় বয়
সেই ঝড়ের ধাক্কায় সাগরে শরীর টা ভেঙে যায়।
রাত্রি যখন ১১.৪৫ কম্পন আসে শরীরটায় তার
মনে হয় তার জীবনটা এখনই বাইর হয়ে যায়।
কাঁপতে কাঁপতে সাগর আমাকে কয়
"আমার সাথি কোন বিপদে পড়েছে
তাই আমার কাছে আসতে দেরি হয়।"
বারোটা বাজে যখন দরজায় কে খড়া দেয়
সাগর তখন আমাকে কয়-
"আমার সাথি এসেছে দরজা খোলো তাই"
সাথি তখন সত্যি সত্যি সাগরে দরজায়
তার হাতে এক গ্লাস খোদার নিয়ামতি জল রয়।
ঘরে এসে সাগরের পাশে বসে,
সোহাগের হাতটি মাথায় দেয়।
তোমার হাতের শেষ পাওয়াটা আমার গালে দাও।
সাথি যখন গ্লাসের জলটি সাগরের মুখে দেয়
সাগর তখন মৃদু স্বরে এই কথা কয়।
নিম্নে তাহা লেখা হলো মন দিয়ে পড় সকলে তাই।
"গোলাপ ফুল তোলা স্বার্থক হল জানিস খালিদ ভাই
কাঁটা ফুটেছে রক্ত ঝরেছে তাতে দুঃখ নাই।"

দূর্গা পূজা

কৃষ্ণা মণ্ডল

বি.এ (জেনারেল) রোল- ১৩৩৫

মন আকাশে তুলোর মতো মেঘ পুঞ্জ ভাসছে
বলো সবে উচ্চ স্বরে দুর্গাপুজো আসছে।
মন পদ্ম ফুটছে কতো শিউলি অগুন্তি
কাশ ফুলেরা দুলিয়ে মাথা হাসছে যে ফিঁক ফিঁক।
পঞ্চমীতে দুর্গা আসেন আনন্দ সমাগম
ষষ্ঠীতে মন্ডপে থাকার আনন্দ নয় কম।
সপ্তমীতে ঘুরে মন্ডপ দেখার মজা কতো
অষ্টমীরই অঞ্জলিতে মনুষ্য শত শত
নবমীতে গরম প্রসাদ ভোগ পড়বে পাতে
দশমীতে দর্গা বিদায় মন যে বড়ো কাঁদে।
কান্না তো নই খানিক বাদে পড়বে আবার সাড়া
আসছে বছর আবার হবে মাতিয়ে তুলে পাড়া।

বন্ধু

মোঃ নিজাম আলি

বি.এ (জেনারেল) রোল- ২১৮

আশা ছিল অনেক বন্ধু
হৃদয়ে সূক্ষ্ম ভূমে
হারিয়ে গেছে অনেক কিছু
সময় সাথীর হাত ধরে
ভালোবাসার পরশমনি
সকল হৃদয় দিতে চায়
বেদনার বার্তা ভুলে গিয়ে
শ্যামের বাঁশি বাজাতে চায়।
সকল দগ্ধ জীবন মাঝে
দক্ষিণা পবন পরশ দিতে চায়।
সারা বিশ্বের মানব মাঝে
বন্ধু হয়ে বাঁচতে চায়।
মাতৃভূমের পলাশ মাঝে
কুসুম হয়ে হাসতে চায়
সৌরভ আর সুগন্ধ হয়ে
তোমাদের মাঝে থাকতে চায়।

শিক্ষা

পিন্টু দাস
বি.এ (অনার্স) রোল - ৫

শিক্ষা মানব জীবনের অঙ্গ
জীবন গড়ার পথ
দূরকে কাছে আনবার রব।
শিক্ষাই পারে বৈজ্ঞানিক আলো দেখাতে
কুসংস্কারকে ঢেকে রেখে।
শিক্ষাই পারে জীবন গড়তে
নৈতিক চরিত্র বান মানুষ হয়ে।
শিক্ষাই পারে বন্ধন গড়তে
ভ্রাতৃত্বের বোধে মিলিত হয়ে।
শিক্ষাই পারে দান করতে
অনাথ মানুষের পাশে থেকে।
শিক্ষাই পারে অসম্ভবকে সম্ভব করতে
মনেতে জোর রেখে।
তাইতো মোরা থাকিতে চাহিনে আর দূরে
শিক্ষার সাথে বন্ধুত্ব রেখে।।

হে খোদা

মহম্মদ খালিদ হোসেন
বি.এ (অনার্স)

হে খোদা দয়বান
তুমি আমার অন্তর জামীন
তুমি হলেন মহান।
রোজ কিয়ামতের দিনে
বিচারপতি তুমি,
বিচার করবে সিংহাসনে বসে,
বিশ্বনবী হবে প্রধান উকিল
আসামি হব আমরা সবে।
সূক্ষ্ম বিচার করবে তুমি,
সুপারিশ কারি হবে বিশ্বনবী
খোদা আমার নচিব করে দাও,
সুপারিশ পাই যেন দয়ার নবীর।
হে খোদা দয়বান
তুমি আমার অন্তর জামীন
তুমি হলেন মহান।
জমীন আসমান তথা সৃষ্টি জগৎতের
সৃষ্টি কর্তা তুমি,
তোমার কথা আমি যেন সর্বদা শুনি।
এই আশাপূর্ণ্য কর
হে খোদা দয়বান
তুমি আমার অন্তর জামীন
তুমি হলেন মহান।
বিশ্বনবী সেই মানব
ইনি আমাদের রসুল
তাঁর আদেশ উপদেশ যেন
আমরা করি কবুল।
এই আশাপূর্ণ কর
হে খোদা দয়বান
তুমি আমার অন্তর জামীন
তুমি হলেন মহান।
আব্বা হলেন জন্মদাতা,
মা হলেন জননী।
তাঁদের উপদেশ যেন
একটু আমি শুনি।
এই আশাপূর্ণ্য কর
হে খোদা দয়বান
তুমি আমার অন্তর জামীন
তুমি হলেন মহান।
বন্ধু বান্ধব গ্রামবাসী
তারা হলেন আমার আত্মীয় স্বজন
তাদের কে ভালোবেসে
করতে পারি যেন মন রঞ্জন।
এই আশাপূর্ণ্য কর
হে খোদা দয়বান
তুমি আমার অন্তর জামীন
তুমি হলেন মহান।
ইমান লিয়ে যেতে পারি যেন
ওই কবর দেশেতে
আর একটি খোদ অনুরোধ
যেন যেতে পারি তোমার জান্নাত।
এই আশাপূর্ণ কর
হে খোদা দয়বান
তুমি আমার অন্তর জামীন
তুমি হলেন মহান।

দেশের নেতা

মহঃ মহাসীন মোল্যা
বি.এ (জেনারেল)

ভোট দিন ভোট দিন ভোট দিন দাদা,
এবার ভোটে জিতলে রাস্তা হবে না কাদা।
গ্রাম গঞ্জে জ্বলবে আলো, দেব জলের কল,
বেকারদের চাকরী দেব হাসপাতালে ফল।
কলকারখানা খুলবে আবার, সবাই কাজ পাবে,
যেখানে চলে না মানুষ, সেখানে রাস্তা হবে।
আয়রে তপন, আয় রে স্বপন, আইরে ভাই লালু,
কেরোসিনের দাম কমাবো কমবে পটল আলু।
রেলের ভাড়া বাড়বে না আর ধরবে না পুলিশ মদ খেলে
চুরি করলে মারবে না কেউ, থাকবে না কেউ জেলে।
তোমরা সবাই শুনে রাখ, শোন আমার কথা,
তোমাদের চিন্তা কিসের আমি দেশের নেতা।

উপমা

তাহামিনা খাতুন

পড়ন্ত বিকেলের লাল সূর্য
যেন মায়ের কপালের সিঁদুরের ফোটা।
মাঠের পড়ে সরু রাস্তা
চারিদিকে সবুজ ঘাস,
যেন মায়ের পাতা নরম বিছানা।
ক্লান্ত বেলায় বৃক্ষের আশ্রয়,
যেন মায়ের কোলে স্নেহের ছায়া।
চিক্ চিক্ সোনালী রোদ্দুর,
যেন মুখের মধুর হাসি।

আয়লা

নুর আকসানা খাতুন
বি.এ (জেনারেল)

আয়লা খুব তীব্র বেগে এসে
ভেঙে দিল কত বাড়ি।
তার সাথে কত ভেঙে গেল
মানব প্রেমের নাড়ি।
প্রকৃতির'ই খেলা দেখো আমার সহপাঠী
বিশ্বাস হারিও না খোদার উপর
ও মানব জাতি।

প্রকৃতির রূপ

পিন্টু দাস
বি.এ (অনার্স) রোল- ৫

পাখিদের ডাকেতে প্রভাত দেয় উঁকি যে
সূর্যি মামা দেয় হামা গায়ে পড়ে লাল জামা।
কুয়াশা সরে যায় বুক ভরা ব্যথা নিয়ে
গাছেরা মাথা নাড়ে বাতাসের ছোঁয়াতে।
ফুলেরা হেঁসে ওঠে সূর্যের আলোতে
মৌমাছি উড়ে যায় মুখ ভরা মধু নিয়ে।
দিনের আলো নিভে যায় সূর্যের ক্লান্তিতে
সন্ধ্যা তারা জেগে ওঠে বুক ভরা হাসিতে।
চন্দ্রিমা হেসে ওঠে সবাইকে ভালোবেসে,
ঝিঁ ঝিঁ পোকা গায় গান সারা দিন ক্লান্তির শোকেতে
তারারা জেগে ওঠে মিটি মিটি চোখ নিয়ে।
মেঘেরা ভেসে যায় বাতাসের স্রোতেতে।
শিয়ালেরা ডেকে ওঠে ভোরের আভাসে।
আঁধার মুছে যায় প্রকৃতির নিয়মে।

জীবন কুঁড়ি

জাহিরা নাসরিন
বি.এ (জেনারেল) রোল- ১০৩৪

জীবনের নতুন কুঁড়ি
ফোটার আগে যদি যায় ঝরে,
অঝোর ধারায় ঝরবে নয়ন বারি,
আশা-আকাঙ্খা যায় শুকিয়ে
চোখের ভাষা যাবে হারিয়ে,
স্বপ্ন যাবে নিঃশব্দে মুছে।
বেঁচে থাকার স্বাদ রইবে না মনে
মৃত্যু ডাকবে তার কাছে যেতে।
সবকিছু শেষ হয়ে যাবে এক পলকে।
থাকবে না অস্তিত্ব তার কিছুই
জীবনের সব রং-ই রং হারাবে
যদি জীবন কুঁড়ি যায় হারিয়ে।।

আলোকের পিপাসা

অপু মাখাল
বি.এ (অনার্স) রোল- ১৫৯

ভুবনের ভান্ডার উরান
আমি তার কিছু আহরণে উৎসুক
আমি আলোকের পিপাসার উন্মুখে
আমি আলোকিত হতে চাই শিক্ষার আলোকে।
'মানুষ' হতে হবে এটাই তো শস্য,
আমি তারই অনুরাগে উর্বর।
অনির্বান দীপ জ্বেলে শিক্ষার অঙ্গনে,
এই দীপ মুছে দিক আলো ঢাকা কালোকে।
আমার স্বপ্নের কুড়িগুলি ক্রান্বয়ে ফুটুক
সোনালী ফসলে আমার হৃদয়ে ভরে উঠুক।

স্বাধীন

সেখ আবুবক্কর সিদ্দিক

অসংখ্য দিন কেটেছে
প্রেমের বৃথা কুঞ্জনে
আজ মন যায় না ছুটে
প্রেমের গুঞ্জনে
প্রেমের জালে পা দিয়ে
হয়েছি যে শেষ
প্রেমের বসন্ত যে বৃথা ক্লেশ
হৃদয় বেঁধেছি অসংখ্য দুঃখ দিয়ে
চাই না প্রেম আর
চাই না ভালোবাসা
এখানে চাই শুধু
জ্ঞানের আসা।
চাই জ্ঞান চাই মুক্ত বাতাস
স্বাধীন হতে চাই আমি
এ মনের বড়ো আশা।

মা

মোঃ হাসানুর মোল্যা (নুর)
বি.এ

মা কথাটি শুনতে মধুর, ডাকতে ভারি মজা
আকৃতিতে ছোট্ট দেখায়, লিখতে অতি সোজা।
দিনে রাতে মায়ের সেবা কর সবে ভাই,
মায়ের দোয়া না থাকলে জীবন হবে ছাই।
জগত মাঝে মায়ের সেবা কে জন নাহি করে,
বুঝবে সেদিন, যে দিন থাকবে না মা তড়ে।
মা বলতে এতই মধুর তুলনা যার নাই,
দুঃখ ব্যথায় ডাকলে এনাম, কষ্ট ভুলে যাই।
মা ডাক যে মায়ের কাছে মধুর মত লাগে,
সন্তানের ডাক শুনলে যা যে দৌড়ে আসে আগে।
মাকে যে জন ভক্তি করে, করে শ্রদ্ধা সেবা,
তার মত ভাগ্যবান আর এই পৃথিবীতে কেবা।

কাজী নজরুল ইসলাম

মারুপ আলি মোল্যা
বি.এ (জেনারেল) রোল- ২৫৩

শিশুর মতো সরল তিনি
দাদুর মতো আপন
সুখ-দুঃখে তাঁকে নিয়েই
করি জীবন যাপন।

কুচকুচে তাঁর কালো চুল
শুভ্র বরণ বেশ
আলখাল্লায় নির্ভুল প্রায়
পরিচিত এই দেশ।

আবার যদি একতারাটা
হাতে থাকে ধরা
আউল, বাউল, ফকির তিনি
তিনি পাগল পারা।

এইতো হলেন কাজী নজরুল
মোদের বিদ্রোহী কবি
সকাল সন্ধ্যা হৃদয়ে তাঁর
আঁকছি বসে ছবি।

কৃষকের প্রতি

সুমিত দেবনাথ
বি.এ (জেনারেল) রোল- ১৩৮৮

মানুষ হয়ে জন্মে আমি কি করলাম তার জন্য
কিছু করতে পারলে জীবন হতো আমার ধন্য।
সমাজ বন্ধু কৃষক ভাই খেটে চলেছে দিন রাত,
তার জন্য আজ আমরা পাচ্ছি খেতে ভাত।
আমার বাড়ির পাশে ছিল একটি কৃষক ভাই,
পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে এখন লাঙল সে চালায়।
সমাজে আমাদের অনেক নাম শিক্ষিত হয়েছি বলে,
সত্যিকারের শিক্ষিত কি আমাদের বললে চলে?
আমাদের শিক্ষা বই খাতা আর ওদের শিক্ষা মাটি,
যতই হয় শিক্ষিত আমরা ওদের শিক্ষায় খাঁটি।
মাঠকে তারা ভালোবেসে ফসল ফলায় ক্ষেতে,
তাদের জন্য দুমুঠো অন্ন জোটে আমাদের পাতে।
তাদের জন্য আজ আমরা হলাম যে মানুষ,
তবুও তাদের প্রতি আমাদের নেই কোন হুশ।
সমাজে যত সুযোগ আছে সবার আগে আমরা বেছে নিই,
অশিক্ষিত বলে তাদের আমরা পিছনে ফেলে দিই।
আজ আমাদের কর্তব্য বলি শোন সত্য কথা,
ছোট হয়ে তাদের কাছে হেঁট করবো মাথা।
চাষীর মতো বন্ধু পেলে হবে ধন্য জীবন সবার,
চাষীর ঘরে শিক্ষার আলো আনবো বারবার।

"প্রকৃতির উপহার"

আব্দুর রহমান
বি.এ

প্রকৃতিটা কেন এত সুন্দর লাগে,
এই ধরণীতে সকলের অন্তর ভাগে।
মন জুড়ায় দিগন্তের নির্মল নীলিমা,
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা কত যে বিধাতার মহিমা।
আসে বছর অন্তে রঙিন সাজে বসন্ত,
দিকে দিকে ছড়ায় সবুজের দীপ্তি অনন্ত।
নদী বুক হতে ওঠে কলতান, বয়ে যায় অসীম ঢেউ,
মুগ্ধ না হয়ে তখন পারে নাকো কেউ।
চন্দ্রিমার জোৎস্নাতে হয় রজনী মুখরিত,
কাননে কুসুম জাগে স্নিগ্ধ গন্ধিত।
উষাকালে সমীরণ পরে ভাসে দোয়েলের গীত,
বাঁশের বনে শালিকের ঝাঁক করে যায় কত নৃত।
না পারি দিতে সকল বিবরণ, আছে কত যে আবরণ,
আছে আরো অনন্ত উদাহরণ।
ক্ষণে ক্ষণে ভেসে ওঠে কত রঙিনের সমাহার,
এত সব কিছুই তো পৃথিবীর স্বর্গ প্রকৃতির উপহার।।

একটি গাঁয়ের মানুষ

আক্তারুল আলম মোল্যা
বি.এ (অনার্স) রোল- ৬৫

নদীর এপার ওপার
আছে কত ঘর
কেবা কালা কেউ বা গোরা
কথা গুলো সব ব্যকা ব্যাকা
নাকে কথা কয়
কথার সাথে তারা
সবাই ল জুড়ে দেয়।
রাস্তার এপার ওপার
নয়ন ভরা ধান
ছেলে মেয়ে সকলে সারি দিয়ে যায়
ধান কেটে তারা
সবাই ঘরে ফিরে যায়।
বৃধরা সব ঘরে বসে
বিড়ি বাঁধতে থাকে
শিশুরা আবার কেউ কেউ বিড়ির
পাতাটা যে কাটে।
কেউ বা মোড়ে বিড়ি
কেউ বা বাঁধে সুতো
রাস্তার ধারে ধারে
মাটির কুড়ে ঘর
ঘরের পাশে একটা করে
পুকুর তাদের আছে।
তার পাশ দিয়ে বয়ে যায় বিদ্যাধরী নদী
অনেক দূরে গাঁয়ের পরে
আছে একটা কল
তার থেকে বেরোয় যে শুধু লাল জল।

N.S.S

ফরিদা খাতুন
বি.এ (জেনারেল) রোল- ৩৭

তিনি মোদের শিক্ষা গুরু
যেথা হতে N.S.S শুরু।
সম্মান করবো আমরা তাহাকে
N.S.S হিসাবে মানিবে যাহাকে।
মানিবে N.S.S এর নিয়ম কানুন
দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবে N.S.S রা অবদান।
N.S.S হলো জাতীয় সেবার প্রকাশ।
সবার অন্তরে জ্বালাবে N.S.S রা জ্ঞানের প্রদীপ।
N.S.S হলেন সমাজে সেবার ফোয়ারা।
বিকাশিত হবো আমরা ।
N.S.S এর হৃদয়ে কদমে মোদের সমগ্র প্রণাম,
তবে তো পৃথিবীতে পাইবে সদা সম্মান।

সিদ্ধার্থের মা

মুকুল আলি মোল্যা
বি.এ (অনার্স) রোল- ২৪৪

পাথর ভরা পাহাড় ঘেরা
পঞ্চরাজির গাঁ
সেইখানেতে বসে আছে
স্বপ্ন রাখির মা।
তাঁদের ছিল একটি ছেলে
নাম সিদ্ধার্থ রায়
দু-একশো পেলে সে নিজের পেটে খায়
অভাগিনির বড়ো মেয়ে
ক্লাস টেনে পড়ে
ছোট্ট মেয়ের স্কুল বললে
আকাশ থেকেপড়ে।
বাবা তাদের বনের বেতর
ধারালো কুঠার হাতে
বিকাল গড়ায় সন্ধ্যা হয়
তাও ফেরেনি রাতে।
দিন কেটে যায় যেমন তেমন
আঁধার কাটে না
চোখের জলে দু-চোখ ভাষায়
অভাগিনি তাদের মা।।

বিবেকের আর্তনাদ

অপু মাখাল
বি.এ (অনার্স) রোল- ১৫৯

দেখো, ঐ দূরে, ঐ আকাশের বুকে
একটা কালো দাগ, তাই না !
দেখো , বিবেক, তাকিয়ে দেখো সেটা
আজ যেন বেশি করেই চোখে পড়ছে
আরে, দাগটা যে ক্রমে বেড়েই চললই
আরে, একি, এ কি করে সম্ভব ?
বিবেক, তুমি দেখো, মেঘহীন দুপুরে -
হঠাৎ উজ্জলিত সূর্যটাকে কে যেন চুরি করে নিল।
বিবেক ! ধরো তাকে, সে যে চলে যাচ্ছে,
ধরো, তাকে ধরো বিবেক —
আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে, বিবেক,
কাছে এসো, বিবেক - তুমি কোথায়?
আর না, উঠে দেখি পুরো বিছানাটাই ঘামে ভিজে গেছে,
চোখ লাল, ঘরটা অন্ধকারময়, দমটা যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।
আমি সেখানেও বিবেককে কানে এল -
মনে হল তারই গলা -
"আমায় এভাবে মেরে দিওনা.....
আমায় বাঁচাও।"

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

তাহামিনা খাতুন

মোদের রবীন্দ্রনাথ, মোদের রবীন্দ্রনাথ
আমার হৃদয়ে শুধু রবীন্দ্রনাথ
হে বিশ্ব রবি, হে বিশ্ব কবি।
তোমাকে জানাই গো শ্রদ্ধাঞ্জলী
পঁচিশে বৈশাখে এসে ছিলে এই পৃথিবীতে
বাইশে শ্রাবণ নিলে গো তুমি বিদায়।
তবু আছো তুমি আমাদের আত্মাতে।
না বলতে চায় না এই মন
তুমি সুখেতে আছো, তুমি দুঃখতে আছো।
আছো তুমি আনন্দেতে ও বেদনাতে।
তুমি জীবনে আছো, তুমি মরণে আছো
আছো তুমি অন্তক্ষণ ধরে।
আছো ভাবনাতে, আছো তুমি চেতনাতে।
আছো তুমি সর্বক্ষণ এই মনের মাঝে।
তুমি নেই তবুও বুঝিতে পারি না
তোমার উপস্থিতি।
জানি আছো তুমি, কত শত কবিতায়
কাহিনীতে কাব্য গল্প গীত ভরা।
সোনার তরী খেলে বেয়ে নিয়ে যায়।
কোন এক রূপ কথার রাজ্যে
অহংকার বুকটা ভরাই
আজকে, তোমাই স্মরণ করি
তাই তোমার গান গায়।

সৃষ্টি

শিবশঙ্কর দত্ত
বি.এ (অনার্স) রোল- ৫১

বৃষ্টি পড়ে ঝড় ঝড়িয়ে
ঘাসের উপরে
সবুজ ঘাস বলছে তারে
এবার থামোরে।
সেই সকাল থেকে পড়ছ মেলা
এবার উঠবে সূর্যি মামা।
ছোটো শিশুরা খেলবে হেসে
ঝিলিমিলি রোদ্দুরের সাথে
ছুটোছুটি করবে তারা
আমার উপরে,
সবুজ ঘাস বলছে তারে
এবার থামোরে।
হঠাৎ দেখি বৃষ্টি কমে,
রোদ্দুর ওঠে ঝিলমিলিয়ে
গাছেরা বলে তারে Thank you ধন্যবাদ।
আবার কবে আসবে তুমি
Back in for our
Thank you - ধন্যবাদ।
বৃষ্টি তখন বলছে হেসে
ডাকলে তুমি আমায় বেশে
আসতে পারি আমি আবার
হাল্কা হাওয়ার সাথে ভেসে।।

হ য ব র ল

অপু মাখাল
বি.এ (অনার্স) রোল- ১৫৯

তাক্ ধিনা ধিন ধা
অর্থরে তুই ঈশ্বরকেও
লাথি মেরে যা,
ধিন্ ধিনা ধিন্ তা
মনুষত্ত্ব শ্রদ্ধা ভক্তি
কিচ্ছু চিনিস না।
ধিনাক ধিনাক ধিন্
মুখস্ত আর নম্বরেতে
শিক্ষা-বিদ্যা হীন
মনটা ক্ষুদ্র মুখটা বড়
সক্কলকে ছোট কর
জমে বিদ্যা ভয়ঙ্কর
বক্ষ তিরিশ তিন
ধিনাক্ ধিনাক্ ধিন্
ধিন্ ধিনা ধিন্ ধিন্
ধা ধা তিনাক্ তাক
কাজটি কোনো নাহি করে-
অপরের খুঁতটি ধরে
চুপটি বসে থাক্,
দলবাজি আর মাতব্বারি
অন্যায়টা যতই করি
বেসেরা ঠ্যাংটি ধরে থাক্ -
ধা ধা তিনাক্ তাক্
তিনাক্ তিনাক্ তাক।
তা তা তেরে কেটে
কূটনীতি আর ক্ষতি করে
এমনি যাবে কেটে
ধিনাক্ তেরে কেটে
ধিনাক্ তেরে তান্-
'জান শত প্রাণ
সকলই কুরবান'
বলতে পারলে কে আর ধরে
মহান সবে বলতে তোরে -
করবে সবে মান ধিনা তেরে তান্।
ধিনাক তেরে ধই
নেপোয় মারে দই,
আর আমরা শুধু -
'হরি বোল্ হরি বোল্, হরি বোল্ ;
হরি বোল্, হরি বোল, হরি বোল্,
বলে রই।

প্রকৃতি

রূপসোনা খাতুন
বি.এ (অনার্স)

হে পৃথিবী তুমি বিরাট বিশাল
তোমার কোলে থাকবে না কেউ চিরকাল।
তোমার কোলে আসে সবাই
কেউ বা দুষ্ট আবার কেউ বা হয় শান্ত
কেউ ভন্ড আবার কেউ বা মন্দ।
পৃথিবীতে জন্ম নেয় একই মায়ের কোলে
বলতে পারো ভেদ কেন তাদের এতো মনে।
কেন তারা হিংসা করে অন্য ভায়ের তরে
সকলে ভালবাসতে পারে একে অপরের তরে
তাহলো আসবে না কোন দ্বন্দ্ব দ্বারে দ্বারে।
ভাই ভাইকে খুন করে বলতে পারো কিসের জন্য
একই মায়ের দুই সন্তান কেউ ভালো কেউ মন্দ।
সবার মন যদি মায়ের মতো হতো
পৃথিবীতে দ্বন্দ্ব বলে কিছুই কী আর থাকতো।
মিলে মিশে বাঁধতো সবাই সুখের কুঁড়ে ঘর
পৃথিবীতে চলতো শান্তির সমাহার।
কেউ কী সেটা বোঝে
বুঝবে কী আর বল
তাদের মনে বইছে যে হিংসা গ্যাড়াকল
বলতে পারো প্রকৃতি এটা কী তোমার ছল
কিংবা এটা কী তোমার নীতি
কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা
বলতে পারো তুমি।

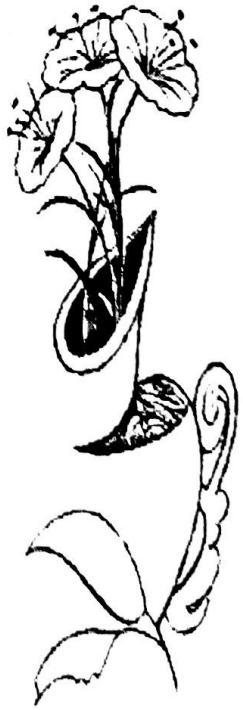

ভারতবর্ষ

শিবশঙ্কর দত্ত
বি.এ (অনার্স) রোল- ৫১

তুমি আমার দেশ তুমিই বিদেশ,
গোলকের শ্রেষ্ঠ আসন তোমারই বেশ।
তোমার সম্পদ যেন কুবেরের ধন,
কভু পারেনি করতে তা বোধ হরণ।
এসেছিল ইংরেজ, পাঠান, মোঘলের দল,
পেয়েছে সকলেই তারা তোমার চরণতল।
শত শত পিপাষু করেছে রক্ত পান,
তোমারই বুকে তারা হয়েছে ম্লান।
তোমার অন্নে পালিত হচ্ছে শত কোটি জীব,
একথাকি মোরা রাখছি মনে ; ধিক-ধিক।
তবুও তুমি মাগো দিয়াছ গো ছায়া,
তোমার কোলে নিয়ত করছি মোরা খেলা।
তোমারই চরণে রাখি মাথা করি শত প্রণাম,
তোমার বুকেতে জন্ম নিয়ে আমি ধন্য হলাম।

তোমার স্মৃতি

লাল্টু মন্ডল
বি.এ (অনার্স) রোল- ২৯২

ওগো নির্মল আকাশ
তোমার বক্ষ তলে আমার করি বাস।
তুমি দিয়েছো ঠাঁই
তাই আমরা জীবনটা পাই।
একদিন কোন কিছু রবে না টিকে
সূর্যের আলোতে হয়ে যাবে ফিকে।
তবু তোমার স্মৃতি টুকু রবে যে মনে
তোমার কর্ম লেখা রবে হৃদয়ের কনে।

নদী

সোনামনি মন্ডল
বি.এ (অনার্স) রোল- ১৫৫

নদী তুমি বয়ে চল
কারো বাঁধা নাহি মানো।
কুল কুল করো রবে
অবিরাম চল বয়ে।
বিচিত্র কম ধারা
দেখি মোরা দেখি সদা।
নিমিষে আনিতে পার,
মরুতে জীবন
ক্ষরাতে আনিতে পার
চাষের ফলন।
তোমার বুকেতে চলে
কত লঞ্চ বোট।
শান্তছন্দে কেটে যায়
তাদের জীবন
নদী তুমি বয়ে চল
কুল কুল রবে।
তোমার সৌন্দর্যের
নাহি শেষ হবে
বাংলার জননী বলে
সবাই তোমায় জানে।
নদী তুমি বয়ে চল
কুল কুল রবে।

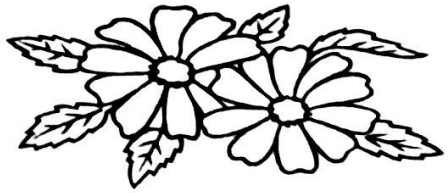

আর এসো না ফিরো

শ্যামল কুমার ঘোষ

বি.এ (জেনারেল) রোল- ৪৯৪

ভোরের বেলায় শিশির কণা ঘাসকে ধরে বলে
অনেক আদর দেবো তোমায় নাও যদি আজ কোলে।
নতুন সাজে সাজিয়ে দেবো এই নিঝুম রাতের ভোরে
ছবিটাকে আজ বন্দী করে রাখবো মনের ঘরে।
যখনই এমন স্বপ্ন দেখেছি তোমাকে নিয়ে
ঝরে পড়েছে অশ্রু তখন মনকে ব্যাথা দিয়ে।
কেন বারে বারে সরিয়ে দাও তোমার থেকে দূরে
তবে কি ভুল করেছি আমি তোমায় জরিয়ে ধরে।
ঘাস বলছে শুনছো তুমি ওগো শিশির কণা
মন চাইলেও পারবো না গো ভালোবাসতে মানা।
এই মনেতে বড়োই ব্যাথা ভয় লাগে যে তাকে
যাকে সুপ্রভাতে প্রণাম জানাই সেই সূর্যি মামা টাকে।
নীল আকাশে মেঘের পাশে ওই যে সূর্যি মামা
দেখলে তোমায় বিদায় দেবে কেন বোঝো না।
ভালোবাসি একথাটি আর বোলো না ধরে
হারিয়ে যাও অনেক দূরে আর এসো না ফিরে।

ভালোবাসি ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়কে

তন্ময় মন্ডল বি.এ (অনার্স) রোল- ২৮

আমাদের এই ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় কলেজ কে
আমরা ভালোবাসি হৃদয় দিয়ে,
মোরা পড়বো, শিখবো, গাইবো, খেলবো
আর নিজেদের ভালো ভাবে গড়বো।
জীবনের প্রতি পদের প্রতিদিন
কলেজের কথা মনে থাকবে
ভুলবো না স্যার ম্যামদের কথা
তাদের মান্য করি অন্তর দিয়ে।
মোরা পড়বো, শিখবো....
সত্যের পথ ধরে চলবো
মনের আধাঁর জয় করবো।
হিংসাকে দূর রেখে
ভালো বাসবো মোরা পরস্পরকে
মোরা পড়বো, শিখবো ভালোবাসবো।।

ঘাস-পাতা

সেলিম মোল্যা
বি.এ (অনার্স) রোল- ২৩৪

আমরা নই অসুখি
আমরা কারা ?
তোমরা জানো না
সারা বছর গায়ে থাকে ধূলো
একটু কিছু হলে থুথু ফেলো।
আমাদের গায়ে থাকে সব সময় ময়লা
আমরা না থাকলে আসবে লায়লা-আয়লা।
আমরা কারা
ঘাস-পাতা
তোমরা জানো না
তোমাদের কানে হই ময়লা
আমাদের গায়ে প্রকৃতির বৃষ্টি পড়ে পয়লা
আমরা তখনই হই পরিস্কার
আমাদের জাত ভাইদের নিয়ে করো ঔষধ আবিষ্কার।
আমরা তাতেই সুখি
আমরা কারা?
পথের ধারে ফোঁটা
ছোট ছোট ফুল ও পাতা।

রূপসী মানুষ

আলামিন মোল্যা
বি.এ (অনার্স)

গাছের তলে পথের পাশে
যখন থাকি একলা বসে
আজগুবি সব চিন্তা গুলি
মনে আসে বারে বারে।
এসেছিলাম যখন ভেবে
ছিল না মোর কিছুই তবে
এখন কেন হারালে কিছু
দুঃখ পাই বারে বারে।
হিংসার কোরাল ধরলে মনে
শান্তি আর থাকে নারে,
ধবংসাত্মক রূপ নেয় রে মানুষ
ধরা মনে হয় যে ফানুষ।
শ্রেষ্ঠ জীব যারে কয়
নিকৃষ্ট সেই যে হয়।
চোখ, নাক, কান সবার আছে
আসল মানুষ নাইরে ভবে।
ভাবিলে বড়ো কষ্ট হয়
এরা মানুষের রূপ কিভাবে পায়।।

করুন আর্তি

অপু মাখাল
বি.এ (অনার্স) রোল- ১৫৯

বাবু মোরে কানা কড়ি দিয়াছো ?
শুধুই তো আমাকে ভিখারী বলিতেছো।
তুমি বাবু এদেশেতে কিঞ্চন বটে,
আমাকে অকিঞ্চন ভাবিয়া বসিতে দিয়াছো ছেঁড়া চটে
মানব হইয়া চিনিতে না পারিয়াছো মানবকে,
বাবু অসম্মান করিয়াছো নিজের আত্মীয়কে।
বাবু আমি ভাগ্য দোষে হতে পারি দরিদ্র
তাইতো আমরা সমাজে ক্ষুদ্র নামে বর্ণিত।
আপনার নিকট আমি চাহিয়াছি
আমার উপার্জনের কর
সত্যিই কি বাবু আমাকে চিনিত কি পারিছো না ?
বরঞ্চ বলিয়াছো ভিখারী সর সর !
আপনার দরবারে মোরা খাটিয়া হইয়া দাসী
কাজের পরে আপনার নিকট মোরা হইব বাসী।
উপার্জনের কর ছাড়িয়া দিয়া থাকিতে পারুম মুই শান্তিতে
নমস্কার ! আর আসিব না আপনার দরবারে কাজ করিতে।

দিগন্ত রেখা

মৌমিতা কর্মকার
বি.এ, রোল- ৩৬

দূর থেকে দেখলে আকাশ
মনে হয় মিশেছে মাটির শেষে
আকাশ মাটির শেষ প্রান্তে
দিগন্ত রেখা মেশে।
নিস্তব্ধ নেই কোনো অস্তিত্ব
নির্জন আমি একলা
নিঃশব্দ নেই কোনো কমলত্ব
সেই আমি দিগন্ত রেখা।
এই দিগন্তে আছে গাছপালা
নদ আর নদী নালা
ক্ষীণ হয় সৃষ্টি
যখন পার হয় দিগন্ত রেখার দৃষ্টি।
সেই আমি দিগন্ত রেখা
নেই সে আমার কোন সীমানা
নেই আমার শেষ
আমি শুধুই অশেষ।

জীবন

মিজানুর রহমান
বি.এ (অনার্স) রোল- ১৭০

বিজন বনে সন্ধ্যা মন রাতে আধার
বিপদ আর কালো সব কারবার।
কারাগার যে শান্ত নীড়
সুখ আজ অসুখ সম
মানুষ আজ মৃত্যুর হাতছানি
প্রেম আজ মৃত্যুর প্রস্তুতি।
জীবন আজ প্রেমের জন্য
প্রেম যেন পণ্য বাজারের।
এসো আজ বাঁচাই,
প্রেম, পৃথিবী আর সমাজ
এটাই পৃথিবীর বড় কাজ
আর সব মিথ্যা সাজ।
জীবন থাকুক জীবনের কাছে
মানুষ বাঁচুক মানুষ নিয়ে
দেশ গড়া হোক হৃদয় দিয়ে।

বাংলার বীর

মোসাঃ ফরিদা খাতুন
বি.এস.সি (জেনারেল) রোল- ৩৩

বাংলার বীর সুভাষ তুমি,
বাংলায় নাইকো আর
বাংলা কাঁদিছে তোমার জন্য
ফিরে এসো আবার।
সুভাষ সুভাষ বলছে বাঙালী
সুভাষ নাইকো আর।
জন্ম নিয়েছিলে ২৩শে জানুয়ারী
বাংলা মায়ের কোলে,
কেন তুমি তুমি বীর চলে গেলে।

ভারতমাতাকে না বলে
ভারতমাতার পরাধীনতায়
নয়নে বহিল, বারি
তোমার আদেশে দীক্ষিত হলো
কত শত নর নারী।
কত যে জীবন রক্ত দিয়েছে,
কী মন্ত্র দিয়েছো তুমি,
রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে
মোরা পেলাম এ ভারতভূমি।।

রাত্রির আহ্বান

অপু মাখাল
বি.এ (অনার্স) রোল- ১৫৯

ভোরের সোনা রোদে কর্মের ডাক পড়ে।
সারাটা দিন ভেসে যায় —
কত কলকোলাহলের তোড়ে।
তারপর অপরাহ্নের ম্লান রবি কিরণ,
দিগন্ত থেকে জানায় —
রক্তিম বিদায় সম্ভাষণ।
যামিনীর নিকষ কালো,
আঁধার ধীরে ধীরে গ্রাস করে —

দিবালোকের উদ্ভাসিত আলো।
তারি বক্ষ বিদীর্ণ করে —
অসংখ্য তারকারজি
ফুটে উঠে আকাশের গা - ভরে
রাত্রির আহ্বান শুরু হয়,
নিদ্রায় আঁখি মুদ্রিত করি —
আরেকটি প্রভাতের প্রতীক্ষায়।

সুখ দুঃখ

পূজা নস্কর
বি.এ (জেনারেল) রোল- ৭৯৮

মানুষের জীবনটা তো সুখ আর দুঃখতে
সুখ আসে মানুষের জীবনে আনন্দ দিতে
দুঃখ আসে মানুষের জীবনে কষ্ট দিতে।
মানুষের জীবনে সব চলে যাবে
কিন্তু দুঃখ যাবে না ভুলে,
কারণ সুখ হল অতিথি
আর দুঃখ হল সাথী।
মানুষের জীবনে সুখ তখনি আসে
যখন সে বলে হাজার দুঃখের মধ্যে আমি সুখি।
কারণ সুখ হল অতিথি
আর দুঃখ হল সাথী।
আমি বলি দুঃ কে জয় করতে হলে,
সব দুঃখের মাঝে আনন্দ কে দাও ঢেলে
হাজার দুঃখের মধ্যে একটাই আসা
জীবনে সুখি হবে এটাই ভরসা।

সভ্যতা

সন্তু মন্ডল

বি.এ (জেনারেল) রোল- ৯৪

সভ্যতা ও বিবর্তনের এই পথে শুধু ভেবেছি তোমার কথা,
তোমার ছায়ায় মানুষ হয়েছি, পেয়েছি ভালোবাসা।
আর্তকে রেখেছ তুমি, নিয়েছ তোমার কোলে,
জীবনের প্রতি মুহূর্তের তুমিই রয়েছো মূলে।
তোমার আঁচলের ছায়ায় রক্ষীত এই জীবকূল,
উন্নতির পথে আজ বিনাশের এই ভুল।
মানবের আঘাতেই আজ, তোমায় করেছে নষ্ট,
তীব্র এই দূষণের ফলে তোমার হচ্ছে কষ্ট।
তোমার স্নেহের অবদানে মানুষ পেয়েছে প্রচুর সুখ,
কিন্তু অনিবার্য ভাবে তোমায় করছে দূষিত, ধরে কয়েক যুগ।
এখন সমগ্র বিশ্বে তুমিই অমলীন।
বিনাশের দ্বারে দাঁড়িয়ে আজ মনে পড়ছে তোমার মুখ
মায়ের মতো স্নেহের আঁচলে রক্ষা করেছো আমাদের
মনুষ্য সৃষ্টির প্রতিকূলতার মাঝে তুমিই আশ্বাস মোদের।
মানব জাতি তার উন্নতির জন্য তোমায় করছে শেষ,
তোমার উপাদান বায়ু-জল-মাটি তুমিই পরিবেশ।

বঞ্চিত

মোঃ সাহাবুদ্দিন মোল্যা
বি.এ (জেনারেল) রোল- ৭৬৫

আমি শুধু দিয়ে গেলাম পেলাম না কিছু,
আমি বঞ্চিত আমি দূর্বল উপেক্ষিত।
এই সমাজের মানুষ আমায় চোখের জলের কোনো দাম দিলো না
আমি নিরুপায় দুঃসহ।
জীবনে আমি ভেবেই পেলাম না, আমার সমস্ত থেকেও কেন
আমার কিছুতে অধিকার নেই।
আমার বেদনা দিলো, তখন আমার চোখ খুলে গেলো
সমাজের এরাই পাঠালো আমাকে মানুষের কাছে।
মানুষের নালিশ জানাতে, তাই আমার ধ্যান ধারোনা
শুধু এদের কি নিয়ে।
কিন্তু যে আবেগের মধ্যে দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে গেলো
তার মধ্যে তারা আমার দেখা দিলো না।
তাই তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার
ঘটলো না।
কিন্তু অন্তরে যাকে পাইনি তাকে পেয়েছি বলে প্রমাণ করার
চেষ্টা আমি করি না

জীবন জয়

পূজা নস্কর

বি.এ (জেনারেল) রোল- ৭৯৮

যখন আমি ভেবে ছিলাম শান্তি বুঝি আর আসবে না
কিন্তু দুঃখের পর যে শান্তি আছে সেটিও জানতাম না।
যখন দেখি আমার জীবনের পরিবর্তন এল
তখন দুঃখ ছেড়ে আমার জীবনে শান্তির আবর্তন ও হল।
কিভাবে এল সেই পরিবর্তন জানো কি তুমি
একের পর এক দুঃখ জয় করে আসলাম আমি।
এ জগৎ বড়োই নিষ্ঠুর ভাই
জীবনে কিছু করতে গেলে মৃত্যু কে ও জয় করে নিতে হয়।
জীবন মানে দুঃখ জীবন মানে কষ্ট
জীবন মানে শান্তি জীবন মানে আশা,
তাই সব দুঃখ জয় করে ও হবে
শান্তির প্রতীক ভালোবাসা।
এ জীবনে হায় যদি কিছু পাও ভালোবেসে যাও মোরে
সাত সমুদ্র পার হয়ে যাও একটা জীবন ধরে।
সবাই বলে কাজ করে যাও এ জীবন ভরে
তাই তো সবাই জীবনটাকে তুচ্ছ মনে করে।
কিন্তু তুমি জীবনটাকে মনে কোরো না তুচ্ছ
দেখবে তুমি ও জীবনটাকে জয় করে নিতে পারছো।
এই বলে হায় কথা দিয়ে যাই আবার আসিবো ফিরে
তোমাদের জীবনের মনের কোণে অন্তরে অন্তরে।

ভাগ্যের পরিহাস

দীপিকা চৌধুরী
বি.এ (অনার্স) রোল- ২৯

একটি ছোট্ট ছেলে, জন্ম যার আস্তা কুড়ে
জন্ম হতে দেখে যায়, অভাবের আর না
মা একা সব কিছু, সামলাতে পারে না।
যখন একটু বড়ো, ভাবলো সে মনে
কি হবে অতশত পড়াশুনা করে?
শুরুতেই মনবৃত্তি ভেঙে দেয় সমাজ
তাই তার জীবনের লক্ষ্য, কাজ আর কাজ।
কর্ম জীবনে তার, হল উন্নতি
সমাজে এখন সে, পেল স্বীকৃতি।
মায়ের ব্যথিত হৃদয় ভরল, ছেলের সোহাগে
হঠাৎ কিছু দিন পর, ধরল তাকে এক কঠিন রোগে।
বয়স যখন তার মাত্র কুড়ি
বিধাতা তার জীবনকে করে নিল চুরি।
ভাগ্যের একি নিষ্ঠুর পরিহাস
মায়ের সামনে হল সন্তানের বিনাশ
অভাগিনী মায়ের দুঃখের হল না অবসান।

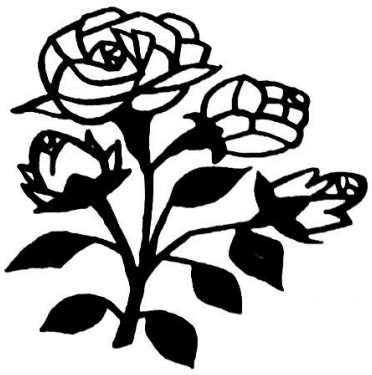

ভালোবাসা

সাবিনা খাতুন
বি.এ (জেনারেল) রোল- ৯৭৩

আমার মনের খাতায়
লেখা প্রতি পাতায়
শুধু তোমার নাম
তবু দাওনি কোনো দাম।
তোমায় খুজিছি চিরকাল
সন্ধ্যে থেকে সকাল
বোঝনি কোনো দিন
তোমায় চেয়েছি চিরদিন।
বোঝনি মনের কথাা
দিয়েছো শুধু ব্যাথা
ব্যাথ্যা আমি আজও পায়
নিরবে দাড়িয়ে তাই।
দুঃখ আমি চাইনি
তবু সুখ তো দাওনি।
না বা বলল ভালো
আমার জীবন তবু আছে
নাই বা দিল দেখা
না হয় আমি থাকবো একা
যত আমি দুঃখ পাই
তবু আমি তোমাকে চাই।
ভালো বাসা ছোট্ট আশা
স্বপ্নের মধ্যে বাধে বাসা।
আশা আর নিরাশা
এই নিয়ে হয় ভালোবাসা।

কবর - আমিরের জন্য

নাসিব উদ্দিন মোল্লা

আমিরের দরবাড়ে ঝলমলে জেল্লায়
তারা ঘরে নিভে যায় বেদনায় ফিকে হয়
ক্ষুধাতুর পেটে শুধু ভোর হয় কান্নায়
ক্ষুধা এক অচ্ছুৎ আমিরের কেল্লায়।।
তৃষিত মরুভূমে অশ্রু মিলায়ে যায়
আকাশে বাতাসে আজ অজস্র রাগ ধায়
দিগন্তে হাহাকার ক্রোধ হয়ে সজ্জায়
নবারুন হেকে বলে, "আর নয় আর নয়"।।
কোদাল গাইতি আজ আমিরের দরোজায়
ক্ষুধা আজ রাজপথে মরণের গান গায়
ক্ষুধা ব্যথা তোলে মাথা জায়গায় জায়গায়
আমির চালান হবে চায় হাত গোল্লায়।।

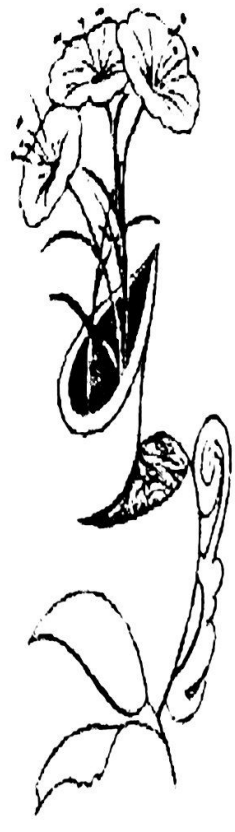

G.S., VP, UP with T.I.C.

Annual Function

G.S. & Other Members

G.S., UP, VP of Student Union

Tree Plantation Programme
of N.S.S. Dept.

All Members of Student Union

Teaching Staff of Bhangar Mahavidyalaya